ঘোড়দৌড় খেলা

ঘোড়দৌড় খেলা

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়

অগ্রহায়ণ,—১৩২৩

মূল্য তিন টাকা

উৎসর্গ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

নিবেদন

স্বরোদয় সম্বন্ধে কাহারও কোন বিষয় জানিবার বা শিক্ষা করিবার আবশ্যক হইলে ৮০ নম্বর হরিঘোষের ষ্ট্রীটে পুস্তকপ্রকাশক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার

পূর্ব্বভাষ।

ঘোড়দৌড় খেলা নাম শুনিয়াই অনেকে হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন এবং কৃপাপরবশ হইয়া কেহ কেহ বা দুর্নীতির উপলক্ষে উপেক্ষা করিবেন ; আবার ইংরাজী ভাষায় এই সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক বাহির হইয়াছে কেহ কেহ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, ইহাকে অর্থসংগ্রহের অভিনব উপায় বলিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসরের ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং সাধনার ফলে আমি স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে যে সামান্য মাত্র সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই রত্নাকর স্বরোদয় শাস্ত্রের সাহায্যে সমধিক মনস্বিগণ হয়ত বহুসত্যের সন্ধান পাইবেন। শতের মধ্যে অথবা সহস্রের মধ্যেও যদি একজন ইহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

তীরদেশে বসিয়া রত্নাকরের রত্নরাজি প্রাপ্তির আশা করিলে উপলখণ্ড মাত্র লাভ হইতে পারে, তাহার অধিক আশা করিলে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে হয়। সমুদ্রসদৃশ এই স্বরোদয় শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ,

করিবার জন্য আমিও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে আমি এই শাস্ত্র হইতে কেবলমাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে আলোচনা এবং শিক্ষা করিলে, অতীত যুগের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের কথা আর কিম্বদন্তী বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত সত্য বলিয়াই ধারণা হইবে এবং বর্ত্তমান যুগেও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পুরাকালের মনীষিবর্গের ন্যায়, প্রকৃতির রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবেন।

সাহস করিয়া বলিতে পারি, যিনি একদিন মাত্র এই স্বরোদয়-শাস্ত্র-অন্তর্ভূত প্রণালীর মধ্যে কেবল মাত্র সহজ নিয়মটি অবলম্বন করিয়া গণনা করিয়া কোন কার্য্যের শুভাশুভ পরীক্ষা করিবেন, তিনি ইহা আর পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। অশ্বদ্যূতপরায়ণ ব্যক্তিগণ এইমতে একদিন অশ্বগণনা করিলে, ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ পথে সযত্নে রক্ষা করিবেন।

ইংরাজী ভাষায় এই পুস্তক প্রণয়ন করিব স্থির করিয়াছিলাম ; কিন্তু কয়েকটি বন্ধুর বিশেষ আগ্রহ ও প্ররোচনায় ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইল। ইংরাজীনবিশগণ হতাশ হইবেন না, অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী ভাষায়ও ইহা প্রকাশিত হইবে।

স্বরশাস্ত্রে লিখিত আছে, সত্যযুগে এই শাস্ত্র জয়ার্ণব নামে প্রচলিত ছিল, ত্রেতাযুগে ইহার নাম ব্রহ্মযামল হইয়াছিল, তৎপরে দ্বাপর যুগে বিজয় এবং বর্ত্তমান কলিযুগে ইহার নাম স্বরোদয় বা স্বরশাস্ত্র হইয়াছে। স্বরোদয়মতে গণনা করিতে হইলে, ইহার সহিত তাৎকালিক চন্দ্র গণনা শিক্ষা করিতে হয়। স্বরোদয় শিক্ষা না হইলে তাৎকালিক চন্দ্র গণনা শিক্ষায় কোন ফল হয় না, এবং শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই দুরূহ জটিল শাস্ত্রে তাৎকালিক চন্দ্র মিশিয়া একেবারে দুর্বোধ্য হইবে বিবেচনায় গ্রন্থশেষে তাৎকালিক চন্দ্রের সঙ্কেতমাত্র প্রদত্ত হইল। তাৎকালিক চন্দ্র লইয়া বিচার করিতে পারিলে যদিও বলবান স্বর সহজেই স্থির করিতে পারা যায়, তথাপি স্বর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ না হইলে কেহ উহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। তাৎকালিক চন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া স্বরবিচার অত্যন্ত কঠিন হইলেও আমি বহু পরিশ্রমে এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্বরবিচার করিয়া কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। শিক্ষার্থিগণ বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সেইগুলি অভ্যাস করিলে, ঘোড়দৌড় খেলায় শতকরা ৮০।৯০টি জয়ী অশ্ব বাহির করিতে সমর্থ হইবেন।

স্বরোদয় শাস্ত্রে বহুবিষয় সন্নিবেশিত আছে এবং সকল বিষয়ই গণনাকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। এই শাস্ত্র শিক্ষা দিবার শিক্ষকেরও যেমন অভাব, শিখিবার লোকও তদ্রূপ বিরল। আমাদের দেশের অনেক শাস্ত্র—ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে—

অকর্ম্মণ্য দেশবাসীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এই স্বর গ্রন্থ ভাষান্তর করা অতীব দুরূহ ; এইজন্য বোধ হয়, য়ুরোপের কর্ম্ম-বীরগণ ইহা গ্রহণ করেন নাই। সাধারণের এই শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ঘোড়দৌড় খেলার পরিচ্ছেদে এই শাস্ত্রকে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। মানব জাতি স্বভাবতঃ দ্যূতপ্রিয় ; সভ্যজগৎ হইতে আইনবলে সমস্ত দ্যূত ক্রীড়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবল মাত্র এই অশ্বদ্যূত ক্রীড়াটি আইনের গণ্ডীর বাহিরে পড়িয়াছে। সভ্য জগৎবাসিগণ প্রায় সকলেই এই ক্রীড়াপ্রিয় এবং এই ক্রীড়া সম্বন্ধে আলোচনার অপদার্থ পুস্তকগুলিও সুবর্ণ মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন। সভ্যতার ছাঁচে এবং ছায়ায় অসম্মিলিত, আমরাও সংস্পর্শ দোষে সভ্য এবং দ্যূতপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছি। এই জন্য, সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইবে বিবেচনায় অশ্ববিচার করিয়া শাস্ত্রের মহিমা প্রচারিত করিলাম। দরিদ্র বঙ্গবাসীর জন্য ইহার রজত মূল্য ধার্য্য করা হইল, সভ্যদেশের জন্য ইহার কাঞ্চন মূল্যই ধার্য্য হইবে।

এই গুহ্যতম গভীর অলৌকিক রহস্য যে, কখনও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিব, স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করি নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে যাহা কল্পনায় ছিল না আজ তাহা সত্য হইল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দূর হইতে যে আলেয়ার আলোকে আকৃষ্ট হইয়া, যে আশায় তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলাম, সংসারের

ভীষণ আবর্ত্তে. বিভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবসাদবিহীন উদ্যমে ত্রিংশ বৎসরের পরে আজ সেই আলেয়ার আলোক ধৃত করিয়াছি; সংসার তাহার সেই ভীষণ আবর্ত্ত এবং ভৈরব ঝঞ্ঝাবাত লইয়া এক্ষণে আমার নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাই আজ আমি এই অলৌকিক গুহ্য রহস্য সাধারণের সুবিধার জন্য প্রকাশ করিতেছি; অথবা

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

গ্রন্থকার।

ঘোড়দৌড় খেলা।

গ্রন্থারম্ভ।

সর্ব্বানন্দস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে নমস্কার করিয়া ত্রিভুবনের প্রদীপস্বরূপ স্বরোদয় শাস্ত্রের সাহায্যে আমি এই ঘোড়দৌড়-খেলা-নামক অশ্ব-স্বর-শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছি। ঘোড়দৌড়ে কোন্ অশ্ব জয়ী হইবে, স্বরোদয়-শাস্ত্র-অবলম্বনে সেই বিচার করা হইয়াছে। ঘোড়দৌড় খেলায় স্বরোদয় শাস্ত্রের কতিপয় নিয়ম শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য স্বরশাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় প্রথমেই সন্নিবেশিত করা গেল।

স্বরোদয় বা স্বরশাস্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

স্বরবর্ণ বিভাগ করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থের নাম স্বরোদয় বা স্বরশাস্ত্র হইয়াছে।

মাতৃকায় ব্রহ্ম-যামলে কথিত আছে, স্বরবর্ণের সংখ্যা ষোড়শ। এই ষোড়শটি স্বরবর্ণের অন্ত-স্বরদ্বয় অর্থাৎ অং এবং অঃ, এই দুইটি এবং ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারিটি ক্লীবস্বর; এই ছয়টি স্বর পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশটি স্বর, অর্থাৎ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এই দশটি স্বরের সম অর্থাৎ এক প্রকারের একটি হ্রস্ব এবং একটি দীর্ঘ লইয়া পঞ্চ যুগল হইবে। যথা—

অ, আ—১ম যুগল
ই, ঈ—২য় যুগল
উ, ঊ—৩য় যুগল
এ, ঐ—৪র্থ যুগল
ও, ঔ—৫ম যুগল

এই পঞ্চ যুগলের আদি স্বর বা হ্রস্ব স্বর অ ই উ এ ও এই পাঁচটি লইয়া এই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে বলিয়া ইহার

অপর নাম পঞ্চস্বরা। এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে, লাভালাভ, সুখদুঃখ, কৃতাকৃতকার্য্যতা, জীবন-মরণ, জয়পরাজয় প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই অবগত হইতে পারা যায়।

স্বরবর্ণ ভিন্ন মাতৃকার অন্যবর্ণগুলিকে মাতৃকাবর্ণ বলে। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলি, মাতৃকায় তাহারই নাম মাতৃকাবর্ণ। এই মাতৃকাবর্ণ সকল স্বর ভিন্ন উচ্চারিত হইতে পারে না। এই মাতৃকাবর্ণ দ্বারাই সমস্ত চরাচর পরিব্যাপ্ত।

স্বরাদি-মাতৃকোচ্চারো মাতৃব্যাপ্তং জগত্রয়ং।
তস্মাৎ স্বরোদ্ভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং॥

ত্রিভুবন মাতৃকাব্যাপ্ত ; সেই নিমিত্ত স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন এই স্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই নিমিত্তই এই স্বরশাস্ত্রের সাহায্যে ত্রিজগতের সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারা যায়।

অকারাদি পঞ্চস্বরে ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতা, নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চকলা এবং ইচ্ছাদি পঞ্চ-শক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ—

অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষ্ণু, উকারে রুদ্র, একারে সূর্য্য এবং ওকারে চন্দ্রমা।

অকারে নিবৃত্তি, ইকারে প্রতিষ্ঠা, উকারে বিদ্যা, একারে শান্তি এবং ওকারে অতি-শান্তি।

অকারে ইচ্ছা, ইকারে জ্ঞান, উকারে প্রভা, একারে শ্রদ্ধা এবং ওকারে মেধা।

পুনরায় এই পঞ্চস্বরে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ ভূত ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ বিষয় ; সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন এবং স্তম্ভন—এই পঞ্চবাণ বুঝিতে হইবে।

অকারাদি পঞ্চস্বর—মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিণ্ড এবং যোগ—এই অষ্ট ভাগে বিভক্ত। যথা—

১ম মাত্রা।—যে নামে আহ্বান করিলে মনুষ্য বা জীব তাহাকে আহ্বান করিতেছে বুঝিতে পারিয়া আহ্বানকারীর নিকট গমন করে, নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা-ভঙ্গ হয়, সেই নামের আদি বর্ণে যে স্বর সংযুক্ত থাকে, তাহাকে, মাত্রা-স্বর কহে। যেমন, রাম এই নামের আদি বর্ণে স্বরবর্ণ আকার সংযুক্ত আছে ; অতএব রাম নামের মাত্রা-স্বর অকার হইল।

২য় বর্ণ।—মাতৃকা-শাস্ত্রে মাতৃকা-বর্ণ সকলও স্বরবর্ণ সকলের ন্যায় পঞ্চ অংশে বিভক্ত হইয়া অকারাদি পঞ্চস্বরের পঞ্চ অংশে পতিত হইয়াছে। নামের আদিতে ঙ, ঞ, ণ, এই তিন বর্ণ থাকিতে পারে না। এই জন্য এই তিনটি বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি ঙ, ঞ, বা ণ, কোন নামের আদি বর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহাদের পরিবর্ত্তে গ, জ এবং ড বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। নামের আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী মাতৃকা বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহার আদি বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে।

মাতৃকা-বর্ণ-সকল অকারাদি পঞ্চস্বরের পঞ্চাংশে যেরূপে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

অকার স্বরে ক, ছ, ড, ধ, ভ, ব, এই ছয়টি বর্ণ।

ইকার স্বরে খ, জ, ঢ, ন, ম, শ, এই ছয়টি বর্ণ।

উকার স্বরে গ, ঝ, ত, প, য, ষ, এই ছয়টি বর্ণ।

একার স্বরে ঘ, ট, থ, ফ, র, স, এই ছয়টি বর্ণ।

ওকার স্বরে চ, ঠ, দ, ব, ল, হ, এই ছয়টি বর্ণ।

অতএব রাম এই নামের আদি বর্ণ র হওয়ায় এবং তাহা একার স্বরের অংশে পতিত হওয়ায়, রাম এই নামের বর্ণস্বর একার হইল।

৩য় গ্রহস্বর।—পৃথিবী প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব হইতে স্বনির্দ্দিষ্ট পথে পশ্চিমাভিমুখে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই নির্দ্দিষ্ট পথকে রাশিচক্র কহে। এই পথ বা রাশিচক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক ভাগকে এক একটি রাশি কহে। রাশিগুলির নাম—১ মেষ, ২ বৃষ, ৩ মিথুন, ৪ কর্কট, ৫ সিংহ, ৬ কন্যা, ৭ তুলা, ৮ বৃশ্চিক, ৯ ধনু, ১০ মকর, ১১ কুম্ভ এবং ১২ মীন। এই দ্বাদশ রাশি যে প্রকারে পঞ্চ স্বরের অংশে বিভক্ত হইয়াছে, দেখান যাইতেছে ঃ—

অকার স্বরে মেষ, বৃশ্চিক এবং সিংহ রাশি।

ইকার স্বরে কন্যা, মিথুন এবং কর্কট রাশি।

উকার স্বরে ধনু এবং মীন রাশি।

একার স্বরে তুলা এবং বৃষ রাশি।

ওকার স্বরে মকর এবং কুম্ভ রাশি।

রাশি-সকলের অধিপতি-গ্রহগণও উক্তরূপে পঞ্চ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। যথা :—

অকার স্বরে মেষ ও বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল এবং সিংহ-রাশির অধিপতি রবি।

ইকার স্বরে কন্যা এবং মিথুনের অধিপতি বুধ এবং কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র।

উকার স্বরে ধনু এবং মীন রাশির অধিপতি বৃহস্পতি।

একার স্বরে তুলা এবং বৃষ রাশির অধিপতি শুক্র।

ওকার স্বরে মকর এবং কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি।

নামের আদি বর্ণ এই দ্বাদশ রাশির মধ্যে যে রাশিতে পতিত হইবে, সেই রাশির অধিপতি-গ্রহ যে স্বরের অংশে পতিত হইবে, সেই স্বর তাহার গ্রহ-স্বর হইবে।

যে যে বর্ণ যে যে রাশিতে পতিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ।

মেষ রাশিতে—চু চে চো ল। লি লু লে লো। অ।

বৃষ রাশিতে—ই উ এ। ও ব বি বু। বে বো।

মিথুন রাশিতে—ক কি। কু ঘ ঙ ছ। কে কো হ।

কর্কট রাশিতে—হি হু হে হো। ড ডি ডু ডে। ডো।

সিংহ রাশিতে—ম মি মু মে। মো ট টি টু। টে।

কন্যা রাশিতে—টো প পি। পু ষ ণ ঠ। পে পো।

তুলা রাশিতে—র রি। রু রে রো ত। তি তু তে।

বৃশ্চিক রাশিতে—তো। ন নি নু নে। নো য যি যু।
ধনু রাশিতে— যে যো। ভ ভি ভু ধ। ফ ঢ় ভে।
মকর রাশিতে—ভো। জ জি জু জে। জো খ খি খু।

খে খো গ গি।

কুম্ভ রাশিতে—গু গে। গো শ শি শু। শে শো দ।
মীন রাশিতে—দি। দু থ ঝ ঞ। দে দো চ চি।

অতএব রাম এই নামের আদি বর্ণ র তুলা রাশিতে পতিত হওয়ায় ও তুলা রাশির অধিপতি শুক্র একার স্বরে পতিত হওয়ায় ইহার গ্রহস্বর একার হইল।

৪র্থ জীব-স্বর।—স্বর-বর্ণ এবং মাতৃকা-বর্ণ সমুদয় অষ্ট বর্গে বিভক্ত।—যথা :—১ অবর্গ, ২ কবর্গ, ৩ চবর্গ, ৪ টবর্গ, ৫ তবর্গ, ৬ পবর্গ, ৭ যবর্গ এবং ৮ শবর্গ। ইহাদিগের মধ্যে ক চ ট ত প এই পাঁচ বর্গে পাঁচটি করিয়া অক্ষর এবং য বর্গে এবং শবর্গে চারিটি করিয়া অক্ষর এবং অবর্গে ষোলটি অক্ষর। অতএব—

অ-বর্গের—১ অ, ২ আ, ৩ ই, ৪ ঈ, ৫ উ, ৬ ঊ, ৭ ঋ, ৮ ৠ, ৯ ঌ, ১০ ৡ, ১১ এ, ১২ ঐ, ১৩ ও, ১৪ ঔ, ১৫ অং, ১৬ অঃ।

কবর্গের—ক ১, খ ২, গ ৩, ঘ ৪, ঙ ৫।
চবর্গের—চ ১, ছ ২, জ ৩, ঝ ৪, ঞ ৫।
টবর্গের—ট ১, ঠ ২, ড ৩, ঢ ৪, ণ ৫।

তবর্গের—ত ১, থ ২, দ ৩, ধ ৪, ন ৫।

পবর্গের—প ১, ফ ২, ব ৩, ভ ৪, ম ৫।

যবর্গের—য ১, র ২, ল ৩, ব ৪।

শবর্গের—শ ১, ষ ২, স ৩, হ ৪।

নামের স্বর ও মাতৃকা বর্ণের সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া যে সংখ্যা হইবে, সেই সংখ্যা অনুসারে অকারাদি স্বর হইবে। যদি যোগাঙ্কের সংখ্যা ৫ পাঁচের অধিক হয়, তাহাকে পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সংখ্যানুসারে অকারাদি স্বর হইবে; অর্থাৎ যোগ-সংখ্যা বা অবশিষ্ট-সংখ্যা ১ হইলে অ, ২ হইলে ই, ৩ হইলে উ, ৪ হইলে এ, এবং ৫ বা শূন্য হইলে ওকার হইবে। অতএব রাম নামের র ২+ আ ২+ম ৫ +অ ১=১০; ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট শূন্য থাকে; অতএব ইহার জীবস্বর ওকার হইল।

৫ম রাশিস্বর।—পৃথিবীর ভ্রমণ-কক্ষ বা রাশি-চক্র যেমন দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত, সেইরূপ নক্ষত্রাংশে ইহা ২৭ অংশে বিভক্ত। এক এক নক্ষত্রের অংশে ১৩।২০ অর্থাৎ তের অংশ কুড়ি কলা। সমুদয়ে ১২ রাশিতে ২৭ নক্ষত্রে ৩৬০ অংশ বা ডিগ্রিতে পৃথিবীর ভ্রমণ-কক্ষ বা রাশি-চক্র বিভক্ত; সুতরাং প্রত্যেক রাশির অংশে ৩০ ডিগ্রি—এবং নক্ষত্রের অংশে ১৩।২০ পতিত হইতেছে। এই নক্ষত্র সকল পুনরায় চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদের বিবরণ নক্ষত্র স্বর বলিবার

সমস্ত বর্ণিত হইবে। এক্ষণে রাশির স্বরে এই দ্বাদশ রাশির কিরূপ বিভাগ হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে।

অকার স্বরে মেষ, বৃষ এবং মিথুন রাশির প্রথম ২০ অংশ।

ইকার স্বরে মিথুনের শেষ দশাংশ, কর্কট এবং সিংহ রাশি।

উকার স্বরে কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির প্রথম ১০অংশ।

একার স্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ ২০ অংশ, ধনু সমস্ত এবং মকর রাশির প্রথম ২০ অংশ।

ওকার স্বরে মকর রাশির শেষ ১০ অংশ কুম্ভ এবং মীন রাশি।

নামের আদি বর্ণ এইরূপ রাশি-বিভাগে যে স্বরের অংশে পতিত হইবে, সেই স্বর তাহার রাশিস্বর হইবে। রাম এই নামের আদি বর্ণ র তুলা রাশিতে পতিত হইতেছে বলিয়া ইহার রাশি স্বর উকার হইল।

৬ষ্ঠ নক্ষত্র স্বর।—রাশিচক্রে অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশ নক্ষত্রে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের অংশে ১৩।২০ কলা করিয়া পতিত হইয়াছে। এই ১৩।২০কে পুনরায় চারি ভাগে ভাগ করিয়া ইহাদের প্রত্যেক চতুর্থাংশে, পদে বা চরণে এক একটি বর্ণ বিন্যস্ত হইয়াছে। এইরূপ নয়টি পদ বা ২।০ নক্ষত্র লইয়া এক একটি রাশি হয়। সমস্ত রাশিচক্রে ১০৮টি বর্ণ কল্পিত হইয়াছে। নামের আদি বর্ণ যে নক্ষত্রে পতিত হইবে, সেই নক্ষত্র যে স্বরের অংশে পতিত হইবে, সেই স্বরই তাহার নক্ষত্র স্বর হইবে

নক্ষত্রগণ যেরূপ অকারাদি পঞ্চস্বরে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

অকার স্বরে—রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা এই সাতটি নক্ষত্র।

ইকার স্বরে—পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী এই পাঁচটি নক্ষত্র।

উকার স্বরে—উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা এই পাঁচটি।

একার স্বরে—অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া এই পাঁচটি।

ওকার স্বরে—শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং উত্তরভাদ্রপদ এই পাঁচটি নক্ষত্র।

নক্ষত্রাংশে যেরূপ বর্ণ-সংস্থান কল্পিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ।

মেষ রাশিতে ১ অশ্বিনী—চু চে চো ল। ২ ভরণী—লি লু লে লো। ৩ কৃত্তিকা—অ।

বৃষে ৩ কৃত্তিকা—ই উ এ। ৪ রোহিণী—ও ব বি বু। ৫ মৃগশিরা—বে বো।

মিথুনে ৫ মৃগশিরা—ক কি। ৬ আর্দ্রা—কু ঘ ঙ ছ। ৭ পুনর্ব্বসু—কে কো হ।

কর্কটে ৭ পুনর্ব্বসু—হি। ৮ পুষ্যা—পু হে হো ড। ৯ অশ্লেষা—ডি ডু ডে ডো।

সিংহে ১০ মঘা—ম মি মু মে। ১১ মো ট টি টু। ১২ টে।
কন্যায় ১২ টো প পি। ১৩ পু ষ ণ ঠ। ১৪ পে পো।
তুলায় ১৪ র রি। ১৫ রু রে রো ত। ১৬ তি তু তে।
বৃশ্চিকে ১৬ তো। ১৭ ন নি নু নে। ১৮ জ্যেষ্ঠা—নো য যি যু।
ধনু ১৯ মূলা—যে যো ভ ভি। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া—ভূ ধ ফ ঢ। ২১ উত্তরাষাঢ়া ভে।

মকর ২১ উত্তরাষাঢ়া—ভো জ জি।০ অভিজিৎ—জু জে জো খ। ২২ শ্রবণা—খি খু খে খো। ২৩ ধনিষ্ঠা গ গি।

কুম্ভে ২৩ ধনিষ্ঠা—গু গে। ২৪ শতভিষা—গো শ শি শু ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ—শে শো দ।

মীন ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ—দি। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ—দু থ ঝ ঞ। ২৭ রেবতী—দে দো চ চি।

রাম নামের আদি বর্ণ 'র' চিত্রা নক্ষত্রে পতিত হইতেছে; চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি উকার স্বর; অতএব ইহার নক্ষত্র স্বর উকার হইল।

৭ম পিণ্ডস্বর।—অকারাদি পঞ্চস্বরের যেমন অ ১, ই ২, উ ৩, এ ৪, ও ৫ এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাদের অন্তর্গত বর্ণ সকলের মাতৃকা-সংখ্যাও সেইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। যথা—

অকার স্বরের অ ক ছ ড ধ ভ ব ইহার মধ্যে স্বর বা মাতৃকা যে বর্ণ পতিত হইবে, পিণ্ডস্বরে তাহার সংখ্যা ১ গ্রহণ করিতে হইবে।

ইকার স্বরের ই খ জ ঢ ন ম শ ইহার অন্তর্গত বর্ণ হইলে পিণ্ডস্বরে ২ গ্রহণ করিতে হইবে।

উকার স্বরে উ গ ঝ ত প য ষ ইহার অন্তর্গত বর্ণের সংখ্যা ৩।

একার স্বরের এ ঘ ট থ ফ র স ইহার অন্তর্গত বর্ণের সংখ্যা ৪।

ওকার স্বরের ও চ ঠ দ ব ল হ ইহার অন্তর্গত বর্ণের সংখ্যা ৫ গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপে মাত্রা স্বর ও বর্ণ স্বর গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত জীব-স্বরের অঙ্ক যোগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে পাঁচ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সংখ্যা দ্বারা পিণ্ডস্বর স্থির করিবে। যেমন রাম এই নামের আ—অকার স্বর—সংখ্যা ১, র—একার—সংখ্যা ৪, অ অকার—সংখ্যা ১, ম—ওকার—সংখ্যা ৫, যোগ করিলে ১ + ৪ + ১ + ৫ = ১১ হয়; ইহার সহিত রাম নামের জীবস্বর "ও" ৫ যোগ করিলে ১৬; পাঁচ দিয়া ভাগ দিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। অতএব রাম এই নামের পিণ্ডস্বর অকার হইল।

৮ম যোগস্বর।—মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র এবং পিণ্ড স্বরের অঙ্ক গ্রহণ করিয়া, যোগাঙ্ককে পাঁচ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দ্বারা যোগস্বর স্থির করিবে। যথা:—রাম নামের মাত্রাস্বর—অ ১ + বর্ণস্বর—এ ৪ + গ্রহস্বর—এ ৪ + জীবস্বর—ও ৫ + রাশিস্বর উ ৩ + নক্ষত্রস্বর—

উ ৩+পিণ্ডস্বর অ ১=২১÷৫ অবশিষ্ট ১ থাকিতেছে। অতএব ইহার যোগস্বর অকার হইল।

এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখি, ববৌ শসৌ যখৌ এবং ঙঞৌ জ্ঞেয়বিতি পরস্পরং অর্থাৎ ওকার স্বরের ব বর্ণ এবং অকার স্বরের ব বর্ণ, ইকার স্বরের শ এবং একার স্বরের স, ইকার স্বরের খ এবং উকার স্বরের য এবং ঙ ঞ বর্ণ, ভিন্ন-স্বরের অন্তর্গত বর্ণ হইলেও তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নাম হইতে যেমন মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিণ্ড এবং যোগ, এই অষ্ট স্বরের উদয় হইয়া থাকে, কাল হইতেও সেইরূপ দ্বাদশ বর্ষ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি এবং ঘটি এই অষ্টবিধ স্বরের উদয় হইয়া থাকে। এই অষ্টবিধ স্বরের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

১ম দ্বাদশবর্ষ স্বর।—অকারাদি পঞ্চস্বরের প্রত্যেক স্বরের উদয়-কাল দ্বাদশবর্ষ হিসাবে হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহাকে দ্বাদশবর্ষ বা দ্বাদশাব্দি স্বর কহে। এই দ্বাদশ বৎসর প্রভবাদি ষষ্ঠী সম্বৎসর হইতে গণিত হয়। উক্ত ষষ্ঠী সম্বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ষ কোন্ কোন্ স্বরের অংশে পতিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ :—

অকার স্বরে—১ প্রভব, ২ বিভব, ৩ শুক্র, ৪ প্রমোদ, ৫ প্রজাপতি, ৬ অঙ্গিরা, ৭ শ্রীমুখ, ৮ ভাব, ৯ যুবা, ১০ ধাতা ১১ ঈশ্বর, ১২ বহুধান্য।

ইকার স্বরে—১৩ প্রমাথী, ১৪ বিক্রম, ১৫ বৃষ, ১৬ চিত্রভানু, ১৭ স্বর্ভানু, ১৮ দারুণ, ১৯ পার্থিব, ২০ ব্যয়, ২১ সর্ব্বজিৎ, ২২ সর্ব্বধারী, ২৩ বিরোধ, ২৪ বিকৃত।

উকার স্বরে—২৫ খর, ২৬ নন্দন, ২৭ বিজয়, ২৮ জয়, ২৯ মন্মথ, ৩০ দুর্ম্মুখ, ৩১ হেমলম্ব, ৩২ বিলম্ব, ৩৩ বিকার, ৩৪ শর্ব্বরী, ৩৫ প্লব, ৩৬ শুভকৃৎ।

একার স্বরে—৩৭ শোভন, ৩৮ ক্রোধ, ৩৯ বিশ্বাবসু, ৪০ পরাভব, ৪১ প্লবঙ্গ; ৪২ কীলক, ৪৩ সৌম্য, ৪৪ সাধারণ, ৪৫ বিরোধকৃৎ, ৪৬ পরিধারী, ৪৭ প্রমাথী, ৪৮ আনন্দ।

ওকার স্বরে—৪৯ রাক্ষস, ৫০ নল, ৫১ পিঙ্গল, ৫২ কালযুক্ত, ৫৩ সিদ্ধার্থ, ৫৪ রৌদ্র, ৫৫ দুর্ম্মতি, ৫৬ দুন্দুভি, ৫৭ রুধিরোদগারী, ৫৮ রক্তাক্ষ, ৫৯ ক্রোধন, ৬০ ক্ষয়।

অকারাদি পঞ্চ স্বরের এই সকল বৎসর লইয়া ষষ্ঠী সম্বৎসর গণিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক স্বরের ভোগকাল যেমন উল্লিখিত দ্বাদশ বর্ষ হিসাবে হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দ্বাদশ বর্ষকাল মধ্যে উহাদিগের অন্তর্ভোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অকারাদি স্বরগণের ভোগ-কালের মধ্যে উক্ত অকারাদি পঞ্চস্বরের অন্তর উদয় এবং ভোগ হইয়া থাকে। এই অন্তর ভোগকাল জানিতে হইলে প্রত্যেক স্বরের নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল ১২ বৎসরকে ১১ দ্বারা ভাগ করিলে ১ বৎসর ১ মাস ২ দিন ৪৩ দণ্ড ৩৮ পল হয়। ইহাই স্বরগণের দ্বাদশবর্ষ স্বরের অন্তর ভোগকাল ; প্রথমে অ স্বর ১।১।২।৪৩।৩৮ ; তৎপরে ই—১।১।২।৪৩।৩৮ ; তৎপরে এ ১।১।২।৪৩।৩৮ ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে উদয় হইয়া পুনরায় অকারস্বরে ঐ ১।১।২।৪৩।৪৮ ভোগ হইয়া দ্বাদশবর্ষপূর্ণ হইবে। কালজ অষ্ট স্বরের সকলেরই এই নিয়মে অন্তর্ভোগ হইয়া থাকে।

প্রভবাদি ষষ্ঠী সম্বৎসর যেরূপে বাহির করিতে হয়, দেখান যাইতেছে।

যে বর্ষের প্রভবাদি বর্ষ গণনা করিতে হইবে, সেই বৎসরের শকাব্দা সংখ্যা গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ২২ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফলে ৪২৯১ যোগ করিয়া, লব্ধাঙ্ককে ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফলে বৎসর, মাস, দিন, দণ্ডপলাদি যাহা লব্ধ হইবে, তাহার বৎসরের অঙ্কের সংখ্যার সহিত পুনরায় শকাব্দা সংখ্যা যোগ করিয়া, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই প্রভবাদি বর্ষ ; অর্থাৎ অবশিষ্ট ১ থাকিলে প্রভব, ২ থাকিলে বিভব, ইত্যাদি। প্রথম ভাগলব্ধ মাসাদি ভগ্নাংশ অঙ্কগুলি তাহার পরবর্ত্তী বৎসরের ভুক্ত মাস, দিন, দণ্ডপলাদি হইবে।
(অ) শকাব্দের প্রভবাদি বর্ষ গণনা :—

অ × ২২ + ৪২৯১ ÷ ১৮৭৫ = কবর্ষ এবং ভগ্নাংশ—মাস, দিন ইত্যাদি। ক বর্ষ + অ ÷ ৬০ = খ বর্ষ এবং ক বর্ষের অবশিষ্ট ভগ্নাংশ—মাস, দিন ইত্যাদি। যদি খ বর্ষের সংখ্যা ৩৫ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ষষ্ঠী সম্বৎসরের মধ্যে প্লব নামক ৩৫ বৎসর গত হইয়া তৎপরবর্ত্তী শুভকৃৎ নামক বৎসরের ভগ্নাংশে লব্ধমাস দিনদণ্ডাদি গত হইয়াছে। শুভকৃৎ বৎসর উকার স্বরে পতিত হইয়াছে ; অতএব অ-নামক শকাব্দার তৎসময়ে দ্বাদশবার্ষিক স্বর উকার হইবে। এইরূপে দ্বাদশবর্ষের কোন্ বর্ষ এবং কোন্ স্বর ভোগ হইতেছে বাহির করিতে হয়।

২য় বর্ষস্বর।—প্রভবাদি দ্বাদশ বর্ষে যেমন অকারাদি স্বরের ভোগ হইয়া থাকে, প্রভবাদি প্রত্যেক বৎসরেও অকারাদি স্বরের সেইরূপ ভোগ হইয়া থাকে। যথা—অকার স্বরে প্রভব, ইকার স্বরে বিভব, উকারে শুক্র, একারে প্রমোদ, ওকারে প্রজাপতি; তৎপরে পুনরায় অকারে অঙ্গিরা ইত্যাদি।

দ্বাদশবার্ষিক স্বরের ন্যায় বর্ষস্বরেরও অন্তরে অকারাদি স্বরগণের ভোগ হইয়া থাকে। বর্ষ স্বরের অন্তরোদয় কাল ১ ÷ ১১ = ০।১।২।৪৩।৩৮।৩০। ভোগের নিয়ম দ্বাদশবার্ষিক স্বরের অন্তর স্বরের ন্যায়।

৩য় অয়ন স্বর।—প্রত্যেক বৎসরে যেমন অকারাদি স্বরগণের উদয় হইয়া থাকে, প্রত্যেক অয়নেও স্বরগণের সেইরূপ উদয় এবং অন্তরোদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণে গমন লইয়া উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন নাম হইয়াছে, কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যের গতি নহে; পৃথিবী তাহার ভ্রমণ-কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সূর্য্য হইতে উত্তর দিকে গমন করে, তখন বোধ হয়, যেন সূর্য্যই দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে; সুতরাং ইহাকে দক্ষিণায়ন কহে। এই দক্ষিণায়নের অধিপতি অকার স্বর। সেইরূপ পৃথিবী স্বীয় গতিবশে যখন সূর্য্য হইতে দক্ষিণে গমন করে, সেইকালকে উত্তরায়ণ কহে। কর্কট রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশ-সময় হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় এবং ধনুরাশি পর্য্যন্ত ইহার ভোগকাল; এবং মকর রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশ-কাল হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া মিথুন রাশিতে শেষ হয়। ইহাও

প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যের গতি নহে, পৃথিবীর গতি। দক্ষিণ ও উত্তরায়ণের ভোগকাল স্থূলতঃ ৬ মাস হিসাবে ধরা হইল। ইহার অন্তরে ৬÷১১ = ০।১৬।২১।৪৯।৫ বিপল প্রত্যেক স্বরের ভোগকাল। অয়ন-স্বর উদয় কালে রবির কর্কট রাশি প্রবেশ হইতে ধনুরাশির ভোগকাল পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যের মকররাশি প্রবেশ হইতে মিথুনরাশি কাল পর্য্যন্ত সময় স্থির করিয়া লইতে হইবে।

৪র্থ ঋতু স্বর।—অয়নের ন্যায় প্রত্যেক ঋতুতেও স্বরগণের উদয়, অন্তরোদয় এবং ভোগ হইয়া থাকে। এই ভোগকালের পরিমাণ স্থূলতঃ ৭২ দিন করিয়া শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু গণনাকালে এই সময়ের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হইবে। অয়ন স্বরের অন্তর স্থূলতঃ ৭২÷১১ = ৬।৩২।৪৪ পল। এক্ষণে কোন্ ঋতুতে কোন্ স্বরের ভোগ হয়, তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে। শাস্ত্রকার বসন্তাদি ঋতুতে অকারাদি পঞ্চ স্বরের উদয় হয় বলিয়া গিয়াছেন এবং রাশি-চক্রের অংশ হিসাবে তাহাদের ভোগকাল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; এই জন্য ঋতুর নাম লিখিত হইল না।

অকার স্বরে—মেষ রাশিতে রবি প্রবেশ কাল হইতে মিথুনের ১২ অংশ পর্য্যন্ত রবিস্থিতি কাল বা পৃথিবীর স্থিতিকাল।

ইকার স্বরে—মিথুনের ত্রয়োদশ অংশে রবিপ্রবেশকাল হইতে সিংহের ২৭ অংশ পর্য্যন্ত রবিস্থিতি কাল।

উকার স্বরে—সিংহের পঞ্চবিংশতি অংশে রবিপ্রবেশকাল হইতে বৃশ্চিকের ৬ অংশ পর্য্যন্ত রবিস্থিতি কাল।

একার স্বরে—বৃশ্চিকের সপ্তাংশে রবিপ্রবেশকাল হইতে মকররাশির ১৮ অংশ পর্য্যন্ত রবিস্থিতি কাল।

ওকার স্বরে—মকরের উনবিংশতি অংশে রবি প্রবেশ কাল হইতে মীনের ৩০ অংশ বা শেষ পর্য্যন্ত রবিস্থিতিকাল। পৃথিবী —চলিত কথায় রবি—যখন রাশিচক্রের এই এই স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট স্বরের উদয় এবং অস্তরোদয় হইয়া থাকে।

৫ম মাসস্বর।—পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, রাশিচক্রের দ্বাদশাংশ অকারাদি পঞ্চস্বরের ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই দ্বাদশ ভাগের এক এক ভাগকে এক একটি মাস কহে। মাসাধিপতি গ্রহগণ যে যে স্বরের অন্তর্গত, সেই সেই স্বর মাসস্বরে উদয় হয় এবং পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে তাহাদের অন্তর্ভোগ হইয়া থাকে। মাস স্বরের বিবরণ—

অকার স্বরে—বৈশাখ, ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ মাস।
ইকার স্বরে—আশ্বিন, শ্রাবণ এবং আষাঢ় মাস।
উকার স্বরে—পৌষ এবং চৈত্র মাস।
একার স্বরে—কার্ত্তিক এবং জ্যৈষ্ঠ মাস।
ওকার স্বরে—মাঘ এবং ফাল্গুন মাস।

মাসস্বরের অন্তর স্থূল হিসাবে ৩০ দিন ধরিয়া—

৩০÷১১=২।৪৩।৩৮ পল। ৩০ দিনে মাসস্বরে উদিত স্বরের অন্তরে স্বরগণের ইহাই ভোগকাল হইবে।

৬ষ্ঠ পক্ষস্বর।—শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্ল-পক্ষ; ইহার অধিপতি ইকার স্বর; এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ; ইহার অধিপতি অকার স্বর। স্থূলতঃ পক্ষ-পরিমাণ ১৫ দিন ধরিলে পক্ষের অন্তরে স্বরগণের অন্তর্ভোগ কাল ১৫÷১১=১।২১।৪৯। শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষে ইকার এবং অকারের ভোগ ও অন্তর্ভোগ হয়।

৭ম তিথিস্বর।—অকারাদি পঞ্চস্বরে নন্দাদি পঞ্চতিথির ভোগ এবং অন্তর্ভোগ হইয়া থাকে।

তিথি-স্বরের বিবরণ—

অকার স্বরে নন্দা তিথি অর্থাৎ প্রতিপদ্, ষষ্ঠী এবং একাদশী।
ইকার স্বরে ভদ্রা তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী এবং দ্বাদশী।
উকার স্বরে জয়া তিথি অর্থাৎ তৃতীয়া, অষ্টমী এবং ত্রয়োদশী।
একার স্বরে রিক্তা তিথি অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী এবং চতুর্দ্দশী।
ওকার স্বরে পূর্ণা তিথি অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা।

স্থূলতঃ তিথি-পরিমাণ ৬০ দণ্ড ধরিলে ইহাদের অন্তরে ৬০÷১১=৫।২৭ পল তিথিস্বরের অন্তরে স্বরগণের অন্তর্ভোগ কাল।

৮ম ঘটীস্বর।—তিথিস্বরের অন্তরোদিত-স্বরগণকে আদি-যামল ঘটীস্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অন্তরোদয় ৫।২৭ ÷ ১১ = ৩০ পল; ইহাই ঘটীস্বরের অন্তর্ভোগ কাল।

দ্বাদশাব্দিক কাল হইতে ঘটীস্বর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণকালে যেমন স্বরগণের ভোগ হইয়া থাকে, তাহাদের ভোগকালকে ১১ ভাগ করিয়া যে কাল পাওয়া যায়, তাহাই তাহাদের অন্তর্ভোগ-কালস্বর।

বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড, পল এই পাঁচ প্রকারে কাল-পরিমাণ নির্দ্দেশ হইয়া থাকে; গণনার সুবিধার জন্য দণ্ডপলকে ইংরাজী ঘণ্টায় পরিবর্ত্তিত করিয়া গণনা করা হইয়াছে। এই সকল নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ দ্বাদশাব্দিক হইতে ঘটী পর্য্যন্ত সময়ের ভুক্ত কালকে তাহাদের স্বনির্দ্দিষ্ট ভোগাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগলব্ধ ভুক্তস্বর এবং অবশিষ্ট উদিত স্বর স্থির করিতে হয়। দৃষ্টান্ত দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বাদশাব্দ্যাদি ঘটীস্বর পর্য্যন্ত স্বরগণের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ভোগকালে এবং তাহাদের অন্তর্ভোগকালে স্বরগণের পাঁচটি অবস্থা হইয়া থাকে। এই পঞ্চ অবস্থা অনুসারে স্বরগণের বাল্যাদি পাঁচটি অবস্থা হইয়া থাকে। যথা :—আদি—বাল, দ্বিতীয় কুমার, তৃতীয় তরুণ, চতুর্থ বৃদ্ধ, পঞ্চম মৃত্যু। এই সকল অবস্থানুসারে স্বরগণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অবস্থার ফল শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, প্রকাশিত হইতেছে।

আদি বা বালস্বর কিঞ্চিৎ লাভকর।
দ্বিতীয় বা কুমার-স্বর অর্দ্ধফলপ্রদ।
তৃতীয় বা তরুণ-স্বর পূর্ণফলপ্রদ।
চতুর্থ বা বৃদ্ধস্বর কার্য্যহানিকর।
পঞ্চম বা মৃত্যুস্বর—সর্ব্বনাশী।

যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ, নষ্ট বিষয়, দূষিত বিষয়, রোগ প্রভৃতি স্থলে বালস্বরে অনিষ্টকারী হইবে, কিন্তু বিবাহাদি শুভকর্ম্মে বালস্বর শুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্যে, যাত্রাকালে এবং যুদ্ধ বা বিবাহাদিতে কুমারস্বর শুভফলপ্রদ।

শুভাশুভ সমুদয় কার্য্যেই তরুণ স্বর শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। দান, দেবপূজা, দীক্ষা এবং মন্ত্রজপাদিতে বৃদ্ধস্বর প্রশস্ত; কিন্তু যাত্রা, বিবাদ এবং যুদ্ধাদি কার্য্যে অশুভকর।

মৃত্যুস্বর সর্ব্বকার্য্যেই অশুভ ফলপ্রদ ; শাস্ত্রকারগণ এই নিমিত্ত মৃত্যুস্বর উদয়ে শুভাশুভ সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

বলাবল।—মৃতস্বর অপেক্ষা বালস্বর বলবান ; বালস্বর অপেক্ষা বৃদ্ধস্বর, বৃদ্ধস্বর অপেক্ষা কুমার স্বর এবং কুমার স্বর অপেক্ষা তরুণস্বর বলবান।

যে স্বর যাহার পঞ্চম বা মৃতস্বর হইবে, সেই স্বর তাহার মৃত্যুদায়ক বা বিশেষ কষ্টদায়ক হইবে।

তৃতীয় বা তরুণ স্বর উদয় হইলে সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ,বালক এবং কুমারস্বর মধ্য-ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণে নামজ অর্থাৎ নাম হইতে মাত্রাদি যোগ পর্য্যন্ত যে অষ্টস্বর উদয় হইয়া থাকে, তাহাদের সহিত কালজ অর্থাৎ কাল হইতে উৎপন্ন দ্বাদশবার্ষিক স্বর হইতে ঘটীস্বর পর্য্যন্ত স্বরগণের কিরূপ বিচার হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

দিনস্বর অর্থাৎ তিথি-স্বর উদয় করিয়া বর্ণস্বর গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে হইবে। পক্ষস্বরে গ্রহস্বর, মাসস্বরে জীবস্বর, ঋতুস্বরে রাশিস্বর, অয়নস্বরে নক্ষত্রস্বর, বর্ষ বা অব্দস্বরে পিণ্ডস্বর এবং দ্বাদশাব্দিক স্বরে যোগস্বর এবং মাত্রাস্বরে ঘটীস্বর গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে হইবে। এই সকল স্বরের কালজ এবং তাহাদের অন্তরোদিত স্বরগণের

অবস্থা, নামজ স্বরের সহিত বিচার করিয়া প্রশ্ন বা কার্য্যের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

সর্ব্বকালং বলা বর্ণঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বর্ণে বীক্ষ্য বলাবলং॥
যথাপিদ হস্তিপদে প্রবিষ্টঃ যথাহি নদ্যঃ খলু সাগরেষু।
যথা হরের্দ্দেহগতাশ্চ দেবা স্তথা স্বরা বর্ণফলোদয়াস্থাঃ॥

অর্থাৎ বর্ণস্বর সর্ব্বকালেই সর্ব্ব স্বর অপেক্ষা বলবান; বিশেষতঃ যুদ্ধ এবং বিবাদকালে বর্ণস্বর হইতেই ফলাফল নির্দ্দেশ করিবে। কারণ বর্ণই সর্ব্বব্যাপী, অতএব বর্ণ অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বপ্রযত্নে শুভাশুভ বিচার করিবে। এক্ষণে কোন্ স্বর বলবান হইলে কোন্ কার্য্য করা উচিত, লিখিত হইতেছে:

১ মাত্রাস্বর বলবানে মন্ত্র এবং অধোমুখ কার্য্যাদি করিবে।

২ বর্ণস্বর বলবানে সমস্ত শুভকার্য্য বা অশুভকার্য্য করিবে।

৩ গ্রহস্বর বলবানে মারণাদি, বশীকরণাদি ও যুদ্ধাদি।

৪ জীবস্বর বলবানে বস্ত্র, অলঙ্কার, বিবাহ, যাত্রা, পান, ভোজন ইত্যাদি।

৫ রাশিস্বর বলবানে প্রাসাদ, উদ্যান, দেবতাস্থাপন, রাজ্যাভিষেক, দীক্ষা ইত্যাদি।

৬ নক্ষত্রস্বর বলবানে শান্তি, পুষ্টিকর্ম্ম, গৃহপ্রবেশ, বীজবপন, বিবাহ, যাত্রা ইত্যাদি।

৭ পিণ্ডস্বর বলবানে শত্রু পক্ষের দেশভঙ্গ, কূটযুদ্ধ, অবরোধ, সেনাপতি-নিয়োগ, মন্ত্রিনিয়োগ ইত্যাদি।

৮ যোগস্বর বলবানে জ্ঞান উৎপাদন, শারীরিক যোগসাধন, আণব, শাম্ভব ও শক্তি যোগ ইত্যাদি।

তিথ্যাদি স্বরোদয়ের কথা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদিগকে একস্থানে যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া স্বরোদয়মতে যে ব্যক্তির নামের আদিবর্ণ গণনায় যে দিবস পঞ্চম বা মৃত্যু স্বরের তিথি, বার ও নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইবে, সে দিবস সে ব্যক্তি কোন কর্ম্মই করিবে না ; কারণ ঐ দিবস তাহার পক্ষে মৃত্যু বা হানিকারক হইবে। ইহাদিগের মধ্যে তিথি স্বরকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবে। নিম্নে তিথিবারনক্ষত্রাদির একটি সম্মিলিত চক্র প্রদান করা হইল। এই চক্র দেখিয়া সকলেই সহজে নিজ নিজ দিনফলচর্য্যা করিয়া লইতে পারিবেন। যে উদ্দেশে এই পুস্তক লিখিত, তাহার সহিত ব্যক্তিগত দিনচর্য্যার বিশেষ নিকট সম্বন্ধ ; দিনচর্য্যার ফল মন্দ হইলে, গণনা করিয়া কোনমতে প্রকৃত বলবান বর্ণস্বর বাহির করিতে পারিবেন না। এই চক্র অনুসারে মৃত্যু বা বৃদ্ধ তিথি উদয় হইলে গণনা করিবেন না।

তিথি-বার-নক্ষত্র-স্বর-চক্র।

অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
ক ছ ড ধ ভ ব	খ জ ঢ ন ম শ	গ ঝ ত প য ষ	ঘ ট থ ফ র স	চ ঠ দ ব ল হ
রবি মঙ্গল	চন্দ্র বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
নন্দা প্রতিপদ ষষ্ঠী একাদশী	ভদ্রা দ্বিতীয়া সপ্তমী দ্বাদশী	জয়া তৃতীয়া অষ্টমী ত্রয়োদশী	রিক্তা চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী	পূর্ণা পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা।অমাবস্যা
রেবতী অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা	পুনর্ব্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্ব্ব ফল্গুনী	উত্তর ফল্গুনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখা	অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ

উপরিস্থিত চক্র দেখিয়া যাহার নামের আদ্যবর্ণ যে গৃহে পতিত হইবে, সেই গৃহস্থিত স্বর, বর্ণ, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি স্বর তাহার বালক স্বর হইবে; ঐ গৃহ হইতে ক্রমে তাহার বাল-কুমারাদি স্বর গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ যদি কাহারও নামের আদিবর্ণ ঘ ট থ ফ র স, ইহাঁদের মধ্যে কোনও একটি বর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহের লিখিত এ-কার স্বর—শুক্রবার, শুক্র-গ্রহ, রিক্তাতিথি,—অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি, অনু-রাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র তাহার বাল-স্বর হইবে। ঐ গৃহ হইতে গণনায় দ্বিতীয় গৃহ অর্থাৎ ও-কার স্বরের গৃহস্থিত বর্ণ, তিথি, বারাদি তাহার কুমারস্বর; তৃতীয় গৃহ, অর্থাৎ অকার স্বরের গৃহস্থিত বর্ণাদি তাহার তরুণস্বর; ইকার স্বরের গৃহস্থিত বর্ণাদি তাহার বৃদ্ধস্বর; এবং উকার স্বরের গৃহস্থিত বর্ণাদি তাহার মৃত্যু স্বর হইবে। এইরূপ নিয়মে যে কোন বর্ণে নামের আদি অক্ষর হইতে স্বরগণের বালাদি পঞ্চ অবস্থা স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়।

বালাদি পঞ্চস্বরের ভোগকালকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের দ্বাদশাংশিক শুভাশুভ নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রে আর একটি নিয়ম আছে; শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য তাহাও প্রদর্শিত হইল।

বালাদি পঞ্চস্বরের ঘটী, তিথি, পক্ষ, মাস ঋতু, অয়ন বর্ষ এবং দ্বাদশ বৎসর ইহাদিগের প্রত্যেকের ভোগকালকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের ফল স্থির করিতে হয়।

দ্বাদশবর্ষাদি ঘটী স্বর পর্য্যন্ত সময় সকলে দ্বাদশাবস্থার মধ্যে ইষ্টকালে কোন্ অবস্থা চলিতেছে জানিতে হইলে দ্বাদশবর্ষাদি ঘটী স্বরের ভুক্ত কালকে তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভোগাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে ভাগলব্ধ অঙ্ক ভুক্ত অবস্থা এবং অবশিষ্ট তৎপরবর্ত্তী অবস্থা। ভোগ্য কালকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাহাকে ভোগাঙ্ক কহে ; যথাঃ—প্রতিপদ তিথির পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, ইহার ভোগাঙ্ক বাহির করিতে হইলে ৬০ ÷ ১২ = ৫ অতএব প্রতিপৎ তিথির দ্বাদশাবস্থার ভোগাঙ্ক পাচ হইল। বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে দ্বাদশবর্ষাদি কালেরও ভোগাঙ্ক বাহির করিয়া লইয়া দ্বাদশাবস্থা বিচার করিতে হয়। উদাহরণঃ—ভবতারণ নামক ব্যক্তির প্রতিপৎ তিথির ৩৩ দণ্ডের সময় উল্লিখিত দ্বাদশাবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থা চলিতেছে জানিতে হইবে ; অতএব ৩৩ ÷ ৫ = ৬ ভাগফল এবং অবশিষ্ট ৩ রহিল। ইহাকে বুঝিতে হইবে, সেই সময়ে ভবতারণ নামক ব্যক্তির, বাল, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ ও মৃত স্বরের ষষ্ঠাবস্থা গত হইয়া সপ্তমাবস্থা চলিতেছে এবং তাহার ৩ দণ্ড গত হইয়াছে ; দ্বাদশাবস্থা চক্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, উক্ত সময়ে ভবতারণের বাল্যস্বরের সপ্তম অবস্থার নাম রাজ্যদা ; এই প্রতিপৎ যে ব্যক্তির কুমার স্বর হইবে, তাহার এই সপ্তম অবস্থার নাম শান্তিকরী ; যাহার তরুণ স্বর তাহার সকামা, যাহার বৃদ্ধস্বর তাহার নিদ্রা এবং যাহার মৃত্যু স্বর, তাহার এই সপ্তম অবস্থার

নাম কষ্টদা। এই সকল অবস্থার নামানুসারে ফলস্থির করিতে হয়। দ্বাদশাব্দাদি ঘটী পর্য্যন্ত সমস্ত কালে এবং তাহাদের অন্তরে এই দ্বাদশাবস্থার বিচার করা প্রয়োজন। বালাদি পঞ্চস্বরের দ্বাদশাবস্থার নাম :—

বালস্বরের—১ মূলা, ২ বালা, ৩ শিশু, ৪ হাসিকা, ৫ কুমারিকা, ৬ যৌবনদা, ৭ রাজ্যদা, ৮ ক্লেশা, ৯ নিন্দা, ১০ জ্বরিতা, ১১ প্রবাসী, ১২ মৃতা।

কুমারস্বরের—১ স্বস্থা, ২ শুভা, ৩ মোঘা, ৪ নিহর্ষা, ৫ বৃদ্ধি, ৬ মহোদয়া, ৭ শান্তিকরী, ৮ সদর্পা, ৯ মন্দা, ১০ শমা, ১১ শান্তগুণোদয়া, ১২ মাঙ্গল্যদা।

তরুণ স্বরের—১ উৎসাহ, ২ ধৈর্য্য, ৩ উগ্র, ৪ জয়া, ৫ বলা, ৬ সঙ্কল্প-যোগা, ৭ সকামা, ৮ তুষ্টি, ৯ সুখা, ১০ সিদ্ধা, ১১ ধনেশ্বরা, ১২ শান্তভিধা।

বৃদ্ধ স্বরের—১ বৈকল্য, ২ শেষা, ৩ মোঘা, ৪ চ্যুতেন্দ্রিয়া, ৫ দুঃখিতা, ৬ রাত্রি, ৭ নিদ্রা, ৮ বুদ্ধি প্রভঙ্গা, ৯ তপা, ১০ ক্লিষ্টা, ১১ জ্বরা, ১২ মৃতা।

মৃতস্বরের— ১ ছিন্না, ২ বন্ধ্যা, ৩ রিপুঘাতকারী, ৪ শেষা, ৫ মহী, ৬ জ্বালন, ৭ কষ্টদা, ৮ ব্রণাঙ্কিতা, ৯ ভেদকরী ১০ দাহা, ১১ মৃত্যু, ১২ ক্ষয়া।

দিকাধিপতি চক্র :—অ আ পূর্ব্বদিকের অধিপতি, ই ঈ দক্ষিণ, উ ঊ পশ্চিম, এ ঐ উত্তর দিকের এবং ও ঔ মধ্যদিকের অধিপতি। দিক্ নির্ণয় করিয়া এই চক্রানুসারে গন্তব্য

দিকের শুভাশুভ নির্ণয় করিবে; যাত্রা এবং যুদ্ধ কালে ৫ম দিক্ অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

নৈসর্গিক বল:—অকারাদি পঞ্চ স্বরের মধ্যে নৈসর্গিক বলে উকার সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; অকার উকার অপেক্ষা দুর্ব্বল, অকার অপেক্ষা একার দুর্ব্বল, একার অপেক্ষা ইকার দুর্ব্বল এবং ওকার সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল।

প্রশ্নগণনা কালে বালাদি পঞ্চ স্বরের উদয়ের ফলাফল:—

বালস্বরের উদয় হইলে, লাভপ্রশ্নে অল্প লাভ, রোগ-প্রশ্নে চিররোগী, গমন-প্রশ্নে হানি, এবং যুদ্ধ বা বিবাদে ক্ষয় বুঝিতে হইবে।

কুমারস্বরের উদয়ে লাভ-প্রশ্নে বিপুল লাভ। রোগ-প্রশ্নে আরোগ্য, যুদ্ধ-বিবাদ প্রশ্নে জয়, এবং যাত্রা-প্রশ্নে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তরুণ স্বরের উদয় হইলে লাভ-প্রশ্নে রাজ্যলাভ, রোগ-প্রশ্নে ক্লেশনাশ, যুদ্ধ-বিবাদ প্রশ্নে শত্রুনাশ, এবং যাত্রা প্রশ্নে সুফল লাভ হয়।

বৃদ্ধ স্বরের উদয়ে লাভ-প্রশ্নে লাভ হয় না, রোগ প্রশ্নে ক্লেশ বৃদ্ধি, যুদ্ধ প্রশ্নে রণে ভঙ্গ, এবং যাত্রা-প্রশ্নে পুনরাগমন হয় না।

মৃত্যুস্বর উদয় হইলে প্রশ্ন গণনা করিবে না; কারণ মৃত্যুস্বর উদয়ে প্রশ্ন হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির প্রশ্নে মৃত্যু এবং যুদ্ধবিবাদির প্রশ্নে পরাজয় এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

ওজ ও সমস্বর:—অকারাদি স্বরের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম

স্বর ওজ বা পুরুষ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সম বা স্ত্রী অর্থাৎ অ উ এবং ওকার স্বর পুরুষ এবং ইকার এবং একার স্ত্রী; ওজ স্বর উদয়ে পুরুষের বল এবং সমস্বর উদয়ে স্ত্রীর বল বুঝিতে হইবে।

গর্ভ প্রশ্নে—ওজ স্বরের উদয় হইলে পুত্র এবং সমস্বর উদয় হইলে কন্যা লাভ হয়; দুইটি ওজ স্বরের উদয়ে যুগ্ম পুত্র, দুইটি সমস্বর উদয়ে যুগ্ম কন্যা এবং ওজ ও সমস্বর উদয়ে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়া থাকে।

বালস্বরে জন্ম হইলে জাত বালক চপল, কাতর মূর্খ, কৃপণ, অজিতেন্দ্রিয়, অসত্যবাদী এবং বহুভাষী হয়।

কুমার স্বরে জন্ম হইলে ব্যবসায়ী. কলাশাস্ত্রবিদ্, সৌভাগ্যশালী, দীর্ঘায়ু, যোদ্ধা এবং বীর হয়।

তরুণ স্বরে জন্ম হইলে সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত, রাজা, ধার্ম্মিক, এবং বিবাদ ও যুদ্ধে জয়ী হয়।

বৃদ্ধ স্বরে জন্ম হইলে স্ত্রীজিত, ধার্ম্মিক, কামাতুর, বিবেকী. অসমসাহসী, সত্যবাদী এবং সদাচারযুক্ত হয়।

মৃত স্বরে জন্ম হইলে জাতবালক, ক্লেশ-ভাগী, মাৎসর্য্য যুক্ত, নিষ্কামী, ক্রূর, বিকলেন্দ্রিয়. সর্ব্বকার্য্যে অলস এবং দুষ্টাশয় হয়।

ক-কারাদি দকারান্ত মাতৃকা বর্ণ এবং হ্রস্ব স্বর অর্থাৎ ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ ঝ জ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ এবং অ ই উ এ ও এই সকল বর্ণ এবং স্বর সকল শুক্লপক্ষে বলবান অর্থাৎ এই

সকল বর্ণে যে সমস্ত স্বর উদয় হয়, তাহারা শুক্লপক্ষে বলবান হয়, এবং ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ য স হ এবং আ ঈ ঊ ঐ এবং ঔ এই সকল বর্ণ কৃষ্ণ পক্ষে বলবান হইয়া থাকে॥

প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্রে যদি পরস্পরের এক স্বর হইয়া পৃথক্ বর্ণ হয়, তাহা হইলে পক্ষবল গ্রহণ করিবে।

যদি এক পক্ষ এবং এক স্বর হয়, তাহা হইলে শুক্ল পক্ষে গৌর বর্ণ এবং কৃষ্ণ পক্ষে কৃষ্ণ বর্ণ বলবান হইবে।

যদি এক পক্ষ, এক স্বর এবং এক বর্ণ হয়, তাহা হইলে নামের আদি বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ স্থির করিয়া জয়-পরাজয় নির্ণয় করিবে ; যদি উভয়ের নামের আদি বর্ণ হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ স্বর হয়, যাহার নামের আদিবর্ণ হ্রস্ব-স্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে, সেই জয়ী হইবে ; দীর্ঘস্বরে দূরস্থিত অক্ষর যাহার নামের আদি বর্ণ হইবে, সে জয়লাভ করিবে। পক্ষস্বর, বর্ণও নামের আদিবর্ণ এক হইলে যায়ী অর্থাৎ আক্রমণকারী, স্থায়ী অর্থাৎ আক্রমিত বিবেচনা করিয়া ফল স্থির করিবে। কুমার বা তরুণ স্বর উদয়ে যায়ী এবং বাল, বৃদ্ধ বা মৃত স্বর উদয়ে স্থায়ী জয়ী হইবে।

ঘোড়দৌড় খেলায় জয়াভিলাষী ব্যক্তিগণ এই অধ্যায়টি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। কারণ, ঘোড়দৌড় খেলা গণনা কালে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইবেন, যে স্বরে বা বর্ণের নামের আদি অক্ষর যুক্ত বর্ণ অশ্বের জয়ী হওয়া উচিত ছিল, তাহা না হইয়া ভিন্ন স্বর এবং ভিন্নবর্ণের নামে

অশ্ব জয়লাভ করিল। এই জন্য শাস্ত্রোক্ত জয়পরাজয় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইল।

অকারাদি পঞ্চ স্বরে যে নন্দাদি তিথির বর্ণ নির্ণীত আছে, তাহার মধ্যে প্রথম তিথিতে প্রথম তিন বর্ণ এবং পরের দুইটি তিথিতে দুইটি দুইটি বর্ণ হইবে অর্থাৎ অ ক ছ ড ধ ভ ব এই কয় বর্ণের মধ্যে প্রতিপৎ তিথিতে অ ক ছ এই তিন বর্ণ এবং ষষ্ঠীতে ড ও ধ এই দুই বর্ণ এবং একাদশী তিথিতে ভ এবং ব এই দুই বর্ণ হইবে। অন্যান্য তিথির সম্বন্ধে এই রূপ। এই প্রথম বিভাগের নাম জন্ম, দ্বিতীয় বিভাগের নাম হানি এবং তৃতীয় বিভাগের নাম মৃত্যু; তিথি অনুসারে এই বিভাগের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে; যেমন, একাদশী তিথি উদিত হইলে ভ, ব জন্ম, অ ক ছ হানি এবং ড ধ মৃত্যু বিভাগে পতিত হইবে। জন্মে ভয়, হানিতে হানি এবং মৃত্যুতে মৃত্যু হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নাম হইতে উৎপন্ন অষ্টবিধ স্বরকে নামজ এবং কাল হইতে উৎপন্ন অষ্টবিধস্বরকে কালজ স্বর কহে। এক্ষণে কি প্রকারে এই ষোড়শস্বরের বিচার করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

নামজ অষ্টবিধস্বর উৎপাদন করিয়া, প্রথমে যোগস্বর, তাহার পরে পিণ্ডস্বর, তৎপরে নক্ষত্রস্বর, রাশিস্বর, জীবস্বর, গ্রহস্বর, বর্ণস্বর এবং সর্ব্বশেষে মাত্রা স্বর স্থাপিত করিয়া তাহার নিম্নে কালজ অষ্টস্বর উৎপাদন করিয়া, নামজ যোগস্বরের নিম্নে দ্বাদশবর্ষ স্বর, পিণ্ডস্বরের নিম্নে বর্ষস্বর, নক্ষত্রস্বরের নিম্নে অয়নস্বর, রাশিস্বরের নিম্নে ঋতুস্বর, জীবস্বরের নিম্নে মাসস্বর, গ্রহস্বরের নিম্নে পক্ষস্বর, বর্ণস্বরের নিম্নে তিথি স্বর এবং মাত্রাস্বরের নিম্নে ঘটিস্বর স্থাপন করিতে হইবে এবং এই সকল কালজ স্বরের নিম্নে তাহাদের অন্তরে যে সকল স্বর উদয় হইবে, তাহাও স্থাপন করিতে হইবে।

এইরূপে স্বরচক্র বিন্যাস করিয়া তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ফলাফল স্থির করিতে হইবে। নিম্নে নামজ ও কালজ অষ্টস্বরচক্র দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যোগ	পিণ্ড	নক্ষত্র	রাশি	জীব	গ্রহ	বর্ণ	মাত্রা
দ্বাদশাব্দ	বর্ষ	অয়ন	ঋতু	মাস	পক্ষ	তিথি	ঘটী
১২	১	৬	৭২	৬০	১৫	৬০	৫।২৭
অন্তর	অন্তর	অন্তর	অন্তর	অন্তর	অন্তর	অন্তর	অন্তর
১	০	০	০	০	০	০	০
১	১	০	০	০	০	০	০
২	২	১৬	৬	১	১	০	০
৪৩	৪৩	২১	৩২	৪৩	২১	৫	০
৩৮	৩৮	৪৯	৪৪	৩৮	৪৯	১৭	৩০

উপরি উক্ত যোগাদি স্বরের স্বরগণের উত্তরোত্তর বলাধিক্য জানিতে হইবে অর্থাৎ যোগস্বর হইতে পিণ্ডস্বর, পিণ্ড হইতে নক্ষত্র, নক্ষত্র হইতে রাশি, রাশি হইতে জীব, জীব হইতে গ্রহ, গ্রহ হইতে বর্ণ এবং বর্ণ হইতে মাত্রাস্বর ক্রমে বলবান।

উল্লিখিত নিয়মে স্বরচক্রে স্থাপন করিয়া স্বরগণের বালাদি অবস্থা বিচার করিতে হইবে অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিকে যে অকারাদি স্বর উদয় হইবে, তাহাতে যোগস্বরকে বালস্বর কল্পনা করিয়া পরে কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ, মৃত, এইরূপ স্থূল অবস্থা নির্ণয় করিতে হইবে; এবং ইহাদিগের অন্তরে যে স্বরাদি উদয় হইবে, তাহাদেরও ঐরূপে বালাদি অবস্থা নির্ণয় করিয়া বিচার করিতে হইবে। এইরূপে বর্ষস্বরে পিণ্ডস্বর, অয়নস্বরে নক্ষত্রস্বর, ঋতুস্বরে রাশিস্বর, মাসস্বরে জীবস্বর, পক্ষস্বরে গ্রহস্বর,

তিথিস্বরে বর্ণস্বর এবং ঘটিস্বরে মাত্রাস্বরের বাল, কুমারাদি অবস্থা বিবেচনা করিয়া ফল স্থির করিতে হইবে।

দ্বাদশাব্দি প্রভৃতি কালজ স্বর যদি পঞ্চ অবস্থায় শুভ হয়, শুভ ফল, অশুভ হইলে অশুভ ফল এবং মিশ্র হইলে মিশ্র ফল প্রদান করিয়া থাকে। বিচারকালে অ, ই, উ, এ, ও ইহাদের প্রত্যেককে ৪ চারি সংখ্যা প্রদান করিয়া শুভ এবং অশুভ পক্ষে তাহাদের যোগফলের অন্তর হইতে ফল নির্ণয় করিতে হয়।

বৃদ্ধ এবং মৃতস্বর উভয়েই অনিষ্টফলপ্রদ এবং বালস্বরের প্রথম অর্দ্ধাংশও অনিষ্টফলপ্রদ। বালস্বরের শেষার্দ্ধ এবং কুমার ও তরুণ স্বর শুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণে স্বরগণ যেরূপে উদয় হইয়া পঞ্চাবস্থা ভোগ করে, তাহা প্রদর্শিত হইল :—

উদিত স্বর	বাল	কুমার	তরুণ	বৃদ্ধ	মৃত
অ	অ	ই	উ	এ	ও
ই	ই	উ	এ	ও	অ
উ	উ	এ	ও	অ	ই
এ	এ	ও	অ	ই	উ
ও	ও	অ	ই	উ	এ

স্বরগণ উদিত হইয়া যথাক্রমে এইরূপ পাঁচ অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। উক্ত সময়ে অন্যান্য স্বরগণও স্বীয় স্বীয় পর্য্যায়ে উদিত হইয়া পঞ্চাবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। যথা—

অ স্বরের পঞ্চাবস্থা ভোগ সময়ে।					ই স্বরের পঞ্চাবস্থা ভোগ সময়ে।				
বাল	কুমার	তরুণ	বৃদ্ধ	মৃত	বাল	কুমার	তরুণ	বৃদ্ধ	মৃত
অ	ই	উ	এ	ও	ই	উ	এ	ও	অ
ও	অ	ই	উ	এ	অ	ই	উ	এ	ও
এ	ও	অ	ই	উ	ও	অ	ই	উ	এ
উ	এ	ও	অ	ই	এ	ও	অ	ই	উ
ই	উ	এ	ও	অ	উ	এ	ও	অ	ই

উ স্বরের পঞ্চাবস্থা ভোগ সময়ে।					এ স্বরের পঞ্চাবস্থা ভোগ সময়ে।				
বাল	কুমার	তরুণ	বৃদ্ধ	মৃত	বাল	কুমার	তরুণ	বৃদ্ধ	মৃত
উ	এ	ও	অ	ই	এ	ও	অ	ই	উ
ই	উ	এ	ও	অ	উ	এ	ও	অ	ই
অ	ই	উ	এ	ও	ই	উ	এ	ও	অ
ও	অ	ই	উ	এ	অ	ই	উ	এ	ও
এ	ও	অ	ই	উ	ও	অ	ই	উ	এ

ও স্বরের পঞ্চাবস্থা ভোগ সময়ে।

বাল	কুমার	তরুণ	বৃদ্ধ	মৃত
ও	অ	ই	উ	ও
এ	ও	অ	ই	উ
উ	এ	ও	অ	ই
ই	উ	এ	ও	অ
অ	ই	উ	এ	ও

দ্বাদশাব্দ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি এবং ঘটী এই অষ্টবিধ কালে স্বরগণ স্ব স্ব পর্য্যায়ে উদিত হইয়া স্থূলে এবং সূক্ষ্মে অর্থাৎ মূল সময়ে এবং অন্তর কালে উল্লিখিত পঞ্চাবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। অ স্বরের উদয় এবং ভোগ কালে ই স্বর কুমার, উ স্বর তরুণ, এ স্বর বৃদ্ধ এবং ও স্বর মৃত হইয়া থাকে। এবং স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কালে উদিত হইয়া স্বরগণ প্রথমে বাল্যাবস্থা, তৎপরে কুমারাবস্থা, তৎপরে তরুণাবস্থা, তৎপরে বৃদ্ধাবস্থা ভোগ করিয়া অবশেষে পঞ্চম বা মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন্ স্বরের উদয়ে কোন্ স্বরের কোন্ অবস্থা হয়, উপরিস্থ চক্র দেখিলেই সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বাদশাব্দি হইতে ঘটী পর্য্যন্ত স্বরসমূহকে কালজ স্বর কহে। এবং নাম হইতে বা প্রশ্ন বাক্য হইতে যোগাদি মাত্রা পর্য্যন্ত যে অষ্টবিধ স্বর উৎপাদিত হয়, তাহাকে নামজ স্বর কহে। এই নামজ স্বরের সহিত কালজ স্বরের সম্বন্ধ বিচার করিয়া সর্ব্ব কার্য্যের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণের সহজে বুঝিবার জন্য কালজ ও নামজ স্বরের সম্বন্ধ-চক্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল। কালজ অকার স্বর উদয় হইলে, নামজ অকার স্বরের বালক, ইকার স্বরের মৃত, উকার স্বরের বৃদ্ধ, একার স্বরের তরুণ এবং ওকার স্বরের কুমার স্বর হইবে। কালজ ইকার স্বর উদয় হইলে নামজ ইকার স্বরের বালক, উকার স্বরের মৃত, একার স্বরের বৃদ্ধ, ওকার স্বরের তরুণ এবং অকার স্বরের কুমার হইবে।

কালজ উকার স্বর উদয় হইলে নামজ উকার স্বরের বালক, একার স্বরের মৃত, ওকার স্বরের বৃদ্ধ, অকার স্বরের তরুণ এবং ইকার স্বরের কুমার স্বর হইবে।

কালজ একার স্বর উদয়ে নামজ একার স্বরের বালক, ওকার স্বরের মৃত্যু, অকার স্বরের বৃদ্ধ, ইকার স্বরের তরুণ এবং উকার স্বরের কুমার স্বর হইবে।

কালজ ওকার স্বর উদয়ে নামজ ওকার স্বরের বালক, অকার স্বরের মৃত্যু, ইকার স্বরের বৃদ্ধ, উকার স্বরের তরুণ এবং একার স্বরের কুমার স্বর হইয়া থাকে।

নামজ স্বরের সহিত কালজ স্বরের সম্বন্ধ বিচার করিবার নিমিত্ত পর পৃষ্ঠায় কালজ ও নামজ সাঙ্কেতিক চক্র প্রদত্ত হইল।

কালজ	অ	স্বর	উদয়ে	কালজ	স্বরের	অবস্থা	অ	১	ই	২	উ	৩	এ	৪	ও	৫
"	অ	"	"	নামজ	"	"	অ	১	ই	৫	উ	৪	এ	৩	ও	২
"	ই	"	"	কালজ	"	"	ই	১	উ	২	এ	৩	ও	৪	অ	৫
"	ই	"	"	নামজ	"	"	ই	১	উ	৫	এ	৪	ও	৩	অ	২
"	উ	"	"	কালজ	"	"	উ	১	এ	২	ও	৩	অ	৪	ই	৫
"	উ	"	"	নামজ	"	"	উ	১	এ	৫	ও	৪	অ	৩	ই	২
"	এ	"	"	কালজ	"	"	এ	১	ও	২	অ	৩	ই	৪	উ	৫
"	এ	"	"	নামজ	"	"	এ	১	ও	৫	অ	৪	ই	৩	উ	২
"	ও	"	"	কালজ	"	"	ও	১	অ	২	ই	৩	উ	৪	এ	৫
"	ও	"	"	নামজ	"	"	ও	১	অ	৫	ই	৪	উ	৩	এ	২

ঘোড়দৌড় খেলায় কোন্ অশ্ব জয়ী হইবে গণনা করিতে হইলে স্বরোদয় শাস্ত্রের যে যে বিষয় আবশ্যক হইবে, লিখিত হইল। মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা করিলে অনেকে সমস্ত গণনাই অভ্রান্তরূপে গণিতে পারিবেন। বলবান স্বর বাহির করিতে পারিলেই ঘোড়দৌড় খেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সমস্ত সূক্ষ্ম গণনা করিতে না পারিলেও স্থূলতঃ এক শতের মধ্যে ৮০।৯০টি গণনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। গণনা সম্বন্ধে যামল তন্ত্র বলেন, একটির অধিক গণনা করিবে না। শনিবার এবং মঙ্গলবারে স্বর শাস্ত্র আলোচনা করিবে না এবং গণনার ফল কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সে সকল প্রাচীন কথায় কর্ণপাত করিবেন না জানিয়াও আমি কেবল একটি নিয়ম প্রতিপালন করিতে সকলকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। ঘোড়দৌড় খেলায় জয়াভিলাষী ব্যক্তি নিজের দিনচর্য্যা করিয়া যদি দিনফল শুভ হয়, খেলায় প্রবৃত্ত হইবেন; আর যদি নিজের দিনফল অশুভ হয়, সে দিনে খেলা পরিত্যাগ করিবেন। ইহার অন্যথা করিলে হাতে হাতে ফল প্রাপ্ত হইবেন। আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছি যে, অশুভ দিনে নির্ভুল গণনা হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বরোদয় শাস্ত্রে অশ্ব গণনার জন্য আবশ্যক প্রায় সমস্ত বিষয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে কি উপায়ে এই শাস্ত্রমতে জয়ী অশ্ব বাহির করিতে হয়, তাহার উদাহরণ দেখান হইতেছে।

ইংরাজী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় মনসুন রেসের যে শেষ খেলা হয়, ঐ দিবস, বেলা ৪।৪৫ মিনিটে চতুর্থ রেসে জ্যাক্‌নামক অশ্ব জয়লাভ করে। আমরা প্রথমে জ্যাক্‌নামক অশ্বের বিচার করিব।

১। মাত্রাস্বর—জ্যাক্‌নামক অশ্বের নামের আদি বর্ণে আকার যুক্ত থাকায় উহার মাত্রাস্বর অকার হইল।

২। বর্ণস্বর—উক্ত অশ্বের নামের আদিবর্ণ জ হওয়ায় এবং জ' বর্ণ ই-স্বরের অন্তর্গত হওয়ায় উহার বর্ণ-স্বর ইকার হইল।

৩। গ্রহস্বর—উক্ত নামের আদিবর্ণ জকার, মকর রাশিতে পতিত হওয়ায় এবং মকর-রাশির অধিপতি শনি ওকার স্বরে পতিত হওয়ায় উহার গ্রহস্বর ওকার হইল।

৪। জীবস্বর—চবর্গের ৩য় বর্ণ জ ও যবর্গের প্রথম বর্ণ য, স্বরবর্ণের ২য় বর্ণ আকার এবং কবর্গের প্রথম বর্ণ ক্; অতএব জ ৩ + য ১ + আ ২ + ক ১ = ৭; এই সাতকে

৫ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং উহার জীবস্বর ইকার হইল।

৫। রাশিস্বর—বৃশ্চিক-রাশির শেষ ২০ অংশ হইতে মকর রাশির প্রথম ২০ অংশ রাশিচক্র-বিভাগে একার স্বরের অংশে পতিত হওয়ায় উহার রাশিস্বর একার হইল।

৬। নক্ষত্রস্বর—জ এই বর্ণ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পতিত হওয়ায় এবং ঐ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের অধিপতি একার হওয়ায় উহার নক্ষত্রস্বর একার হইল।

৭। পিণ্ডস্বর—জ্যাক্ এই নামের আদি বর্ণে অ স্বর যুক্ত আছে ; অতএব ইহার মাত্রা-স্বর অ ১ + জ ই-স্বরের অন্তর্গত হওয়ায় বর্ণস্বর—ই + য উ-স্বরের অন্তর্গত হওয়ায় বর্ণস্বর উ ৩ + ক্ অ-স্বরের অন্তর্গত হওয়ায় বর্ণস্বর অ ১ + পূর্ব্বস্থিরীকৃত জ্যাকের জীবস্বর ই ২ = ৯ ; এই নয়কে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ৪ থাকে ; অতএব উহার পিণ্ডস্বর একার হইল।

৮। যোগস্বর—পূর্ব্বস্থিরীকৃত জ্যাকের মাত্রাস্বর অ ১ + বর্ণস্বর ই ২ + গ্রহস্বর ও ৫ + জীবস্বর ই ২ + রাশিস্বর এ ৪ + নক্ষত্রস্বর এ ৪ + পিণ্ডস্বর এ ৪ = ২২ ইহাকে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ২ থাকে। অতএব ইহার যোগস্বর ইকার হইল।

এই জ্যাক্‌নামক অশ্বের নামজ অষ্টবিধস্বর এক্ষণে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে স্থাপিত হইল।

জ্যাক্নামক অশ্বের—

যোগ	পিণ্ড	নক্ষত্র	রাশি	জীব	গ্রহ	বর্ণ	মাত্রা
ই	এ	এ	এ	ই	ও	ই	অ

এক্ষণে কালজ অষ্টস্বর উদয় করিয়া তাহাদিগকেও যথা-নিয়মে নামজ অষ্টস্বরের নিম্নে স্থাপিত করিতে হইবে।

১। দ্বাদশবার্ষিক স্বর :—

উপরি উক্ত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের শকাব্দা বৎসরের বেলা ৪।৪৫ মিনিটে ১৮৪১।৪।২৭।২৭।২৪। ৪২।৩০ হইবে।

ইহাতে শক মাস দণ্ড প্রভৃতি লিখিত হইল। অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর শক ১৮৪১ সালের ২৮এ ভাদ্র। ২৮এ ভাদ্র বেলা ৪।৪৫ মিনিট দণ্ড পল করিলে ২৭।২৪।৪২।৩০ বিপল হয়। ২৮এ ভাদ্র ২৭।২৪।৪২।৩০ বিপল লিখিতে হইলে ২৭ দিন অতীত হইয়া ২৭।২৪।৪২।৩০ বিপল লিখিতে হইবে। আবার ভাদ্র মাসের ২৮এ লিখিতে হইলে বৈশাখ হইতে ৪ মাস অতীত হইয়া ২৭ দিন হইয়া গিয়া কয়েক ঘণ্টা বা দণ্ড পল হইয়াছে। সুতরাং এই দিনের মাস দণ্ডাদি লিখিতে হইলে ১৮৪১।৪।২৭।২৭।২৪।৪২।৩০ লিখিতে হয়।

এই সময়ের প্রভবাদি বর্ষ বাহির করিতে হইলে পূর্ব্বকথিত নিয়মে—১৮৪১ × ২২ + ৪২৯১ = ৪০৫০২ ;

৪০৫০২ ÷ ১৮৭৫ = ২৩।১০।২১।৫১।২১।৩৬ ; ১৮৪১ + ২৩ = ১৮৬৪ ; ১৮৬৪ ÷ ৬০ = ৩১ $\frac{৪}{৬০}$ অর্থাৎ অবশিষ্ট ৪ রহিল।

অতএব এই ভাগাবশিষ্ট চারি বৎসরই প্রভবাদি বর্ষের গত বৎসর; পূর্ব্বাবশিষ্ট ভগ্নাংশ অর্থাৎ ০।১০।২১।৫১।২১।৩৬ ইহাই পরবর্ত্তী বৎসরের মাস দিন দণ্ড পলাদি হইল। অতএব ১৮৪১ শকের প্রভবাদি বর্ষ ৪।১০।২১।৫১।২২ পল। ইহার সহিত ১৮৪১ শকের ০।৪।২৭।২৭।২৫ যোগ করিলে আমরা প্রভবাদি বর্ষের ইষ্ট সময় প্রাপ্ত হইব। অতএব ৪।১০।২১।৫১।২২ + ০।৪।২৭।২৭।২৫ = ৫।৩।১৯।১৮।৪৭। অতএব ইষ্টকালে প্রভবাদি বৎসরের প্রজাপতিনামক ৫ম বর্ষ গত হইয়া অঙ্গিরা বর্ষের ৩ মাস ১৯ দিন ১৮ দণ্ড ৪৭ পল গত হইয়াছে; এবং প্রভবাদি হইতে বহুধান্য পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর অকার স্বরের অংশে পতিত হওয়ায় ইষ্ট সময়ের দ্বাদশবার্ষিক স্বর অকার হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর সকল উদয় হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের মধ্যে পাঁচটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ইষ্টকালে দ্বাদশবর্ষ স্বরে উদিত অকার স্বরের কোন্ অবস্থা চলিতেছে জানিতে হইলে, ভুক্তকাল ৫।৩।১৯।১৮।৪৭ কে দ্বাদশবার্ষিক স্বরের ভোগাঙ্ক ১২ ÷ ৫ = ২।৪।২৪ দিন দিয়া ভাগ করিলে

২।৪।২৪) ৫।৩।১৯।১৮।৪৭ (২
৪।৯।১৮
০।৬।১।১৮।৪৭ অবশিষ্ট থাকে।

অতএব দ্বাদশবর্ষ স্বর অকারের ২য় অর্থাৎ কুমারাবস্থা ভোগ হইয়া ইষ্টকালে তাহার ৩য় বা তরুণাবস্থা চলিতেছে এবং তাহার

০ বৎসর ৬ মাস ১ দিন ইত্যাদি ভোগ হইয়াছে। এক্ষণে এই দ্বাদশবর্ষ স্বরের অন্তরে কোন্ স্বরের কোন্ অবস্থা চলিতেছে, জানিতে হইবে। দ্বাদশবর্ষ স্বরের অন্তরভোগাঙ্ক ১।১।২।৪৩।৩৮; অতএব ইহার ভুক্তকাল ৫।৩।১৯।১৮।৪৭ ÷ ১।১।২।৪৩।৩৮

১।১।২।৪৩।৩৮) ৫।৩।১৯।১৮।৪৭ (৪
৪।৪।১০।৫৪।৩২
০।১১।৮।২৪।১৫

অতএব দ্বাদশবর্ষ স্বরের অন্তরে ৪র্থ স্বর ভোগ হইয়া ৫ম স্বর চলিতেছে এবং তাহার বৎসর ০।১১।৮।২৪।১৫ ভোগ হইয়াছে। অকার স্বরের ৫ম স্বর ও; অতএব দ্বাদশবর্ষ স্বরের অন্তরে ওকার স্বর চলিতেছে। ইহার অবস্থা—অন্তরভোগকাল ১।১।২।৪৩।৩৮ ÷ ৫ = ০।২।১৮।৩২।৪৩।৩৬=ভোগাঙ্ক; অতএব ভুক্তকাল ০।১১।৮।২৪।১৫ ÷ ০।২।১৮।৩২।৪৩।৩৬

০।২।১৮।৩২।৪৩।৩৬) ০।১১।৮।২৪।১৫ (৪
১০।১৪।১০।৫৪
০।০।২৪।১৩।২১

অতএব দ্বাদশবর্ষ স্বরের অন্তরোদিত ওকার স্বরের ৫ম অবস্থা চলিতেছে।

২য় বর্ষস্বর—দ্বাদশবার্ষিকস্বরে দেখা গেল যে, ইষ্ট সময়ে অঙ্গিরা-নামক বৎসর চলিতেছে। প্রভব হইতে গণনায় অঙ্গিরা বর্ষের সংখ্যা ৬; ইহাকে বর্ষের ভোগাঙ্ক ৫ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে; অতএব ইষ্টকালের বর্ষ-স্বর অকার হইল।

ইহার কোন্ অবস্থা চলিতেছে, জানিতে হইবে। ১ ÷ ৫ = ০।২।১২ দিন = বর্ষস্বরের অবস্থা ভোগাঙ্ক ; অতএব অঙ্গিরা বর্ষের গত

০।২।১২) ০।৩।১৯।১৮।৪৭ (১
০।২।১২
০।১।৭।১৮।৪৭

অতএব অঙ্গিরা বর্ষস্বর অকারের বাল্যাবস্থা গত হইয়া ২য় অর্থাৎ কুমারাবস্থা চলিতেছে। বর্ষস্বরের অন্তরে কোন্ স্বর, জানিতে হইবে।

ভুক্তকাল ০।৩।১৯।১৮।৪৭ ÷ বর্ষস্বরের অন্তরভোগাঙ্ক ০।১।২।৪৩।৩৮

০।১।২।৪৩।৩৮) ০।৩।১৯।১৮।৪৭ (৩
০।৩।৮।১০।৫৪
০।০।১১।৭।৫৩

অর্থাৎ বর্ষস্বর অকারের অন্তরে ৩য় স্বর গত হইয়া ৪র্থ স্বর চলিতেছে এবং তাহার ০।০।১১।৭।৫৩ গত হইয়াছে ; অকার স্বরের চতুর্থ স্বর একার ; অতএব ইষ্টকালে বর্ষস্বরের অন্তরে একার স্বর চলিতেছে। ইহার অবস্থাভোগাঙ্ক = ০।১।২।৪৩।৩৮ ÷ ৫ = ০।০।১২।৩৮।১১ অতএব

০।০।১২।৩৮।১১) ০।০।১১।৭।৫৩ (১
০।০।১২।৩৮।১১
০।০।৪।২৯।৪২

অতএব অন্তরোদিত একার স্বরের দ্বিতীয় বা কুমারাবস্থা চলিতেছে।

৩য় অয়নস্বর—৩২শে আষাঢ় বেলা দং ১২।৩৩ সময়ে রবি কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিতেছেন এবং ৩০শে পৌষ দং ২।২৫ পলে মকরে প্রবেশ করিতেছেন। অতএব ইষ্টকালের অয়নস্বর অকার হইবে। এক্ষণে ইহার অবস্থা, অন্তর এবং অন্তরাবস্থা জানিতে হইবে। ৩২শে আষাঢ় বেলা দং ১২।৩৩ হইতে ৩০শে পৌষ দং ২।২৫ কালের পরিমাণ দিন ১৮১।৪৫।৫২; ইহাই দক্ষিণায়ন কাল। অয়নস্বরের অবস্থা জানিতে হইলে ১৮১।৪৫।৫২ ÷ ৫ = ৩৬।২১।১০।২৪; অয়নস্বরের অবস্থাভোগাঙ্ক; ৩২শে আষাঢ় ১২।৩৩ হইতে ২৮শে ভাদ্র ২৭।২৭।২৫ পল পর্য্যন্ত অয়নস্বরের ভুক্তকাল = দিন ৫৯।১৪।৫৩; ইহাকে অয়নস্বরের অবস্থাভোগাঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে

৩৬।২১।১০।২৪) ৫৯।১৪।৫৩ (১
৩৬।২১।১০।২৪
২২।৫৩।৪২।৩৬ অবশিষ্ট থাকে;

অতএব অয়নস্বর অকারের প্রথম অবস্থা গত হইয়া ইষ্টসময়ে তাহার কুমারাবস্থা ভোগ হইতেছে। ইহার অন্তরে কোন্ স্বর চলিতেছে, জানিতে হইবে। ১৮১।৪৫।৫২ ÷ ১১ = ১৬।৩১।২৭ অয়নস্বরের ভোগাঙ্ক। অতএব অয়নস্বরের ভুক্তকাল ৫৯।১৪।৫৩ ÷ ১৬।৩১।২৭ = ৩ $\frac{৯।৪০।৩২}{১৬।৩১।২৭}$

অর্থাৎ অয়ন স্বরের অন্তরে ৩য় স্বর ভোগ হইয়া ৪র্থ একার স্বর চলিতেছে এবং তাহার ৯।১০।৩২ ভোগ হইয়াছে।

ইহার অবস্থা ১৬।৩১।২৭ ÷ ৫ = ৩।১৮।১৭।২৪

৩।১৮।১৭।২৪) ৯।৪০।৩২
৬।৩৬।৩৪।৪৮ (২
―――――――
২।৩।৫৮।১২

অতএব অন্তরোদিত একার স্বরের ৩য় বা তরুণ অবস্থা চলিতেছে।

৪র্থ ঋতুস্বর—সিংহ রাশির ২৫ অংশ হইতে ঋতুস্বরে উকার স্বরের ভোগ আরম্ভ হয়। ইষ্ট দিবসে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় দেখা গেল, রবি স্ফুট ৪।২৭।২।২৭; অতএব ইষ্টসময়ের ঋতুস্বর উকার হইল; ইহার অবস্থা জানিতে হইবে; ঋতু স্বর উকারের ভোগকাল, সিংহের ২৫ অংশ হইতে বৃশ্চিকের ৬ অংশ অর্থাৎ রাশি চক্রে ৭২ অংশ; এই ৭২ অংশকে ৫ দিয়া ভাগ দিলে অংশ ১৪।২৪ কলা হয়; অতএব সিংহ রাশির ২৪ অংশ হইতে কন্যা রাশির ৮ অংশ ২০ কলা পর্য্যন্ত অন্তরোদিত উকার স্বরের বাল্যাবস্থা ভোগ হইবে। অতএব ঋতুস্বর উকারের বাল্যাবস্থা হইল। এইরূপে অংশ হইতে অয়ন স্বর স্থির করিলে সহজ হইবে। অন্তরোদয়ে ৭২ ÷ ১১ = ৬।৩২।৪৪ অর্থাৎ ৬ অংশ ৩৩ কলা হইল; সিংহের ২৪ অংশের সহিত এই ৬।৩২।৪৪ যোগ করিলে ইষ্টকাল উকার স্বরের অন্তরোদিত উকার স্বরই পড়িতেছে। এক্ষণে ইহার অবস্থা;—ইষ্ট দিবসে উক্ত পঞ্জিকা স্ফুট ৪।২৭।২।২৭ যে রবিস্ফুট অঙ্ক আছে তাহা উক্ত দিবসে বেলা ৫।৫৩ মিনিটের; অতএব বেলা ৪।৪৫ মিনিটের সময়ে আমরা উহার ২ কলা বাদ দিয়া ৪।২৭ গ্রহণ করিলাম।

অতএব অন্তরোদিত উকার স্বরের ৬।৩২।৪৪ এর মধ্যে ৩।২ তিন অংশ ২ কলা ভোগ হইয়াছে। ইহার কোন্ অবস্থা চলিতেছে জানিতে হইলে ৬।৩২।৪৪ ÷ ৫ = ১।১৮।৩৩ = অন্তর স্বরের অবস্থা ভোগাঙ্ক।

৩।২ ÷ ১।১৮।৩৩

১।১৮।৩৩) ৩।২
২।৩৭।৬ (২
০।২৪।৫৪

অতএব অন্তরোদিত উকার স্বরের ৩য় অবস্থা চলিতেছে।

৫ম মাস স্বর—ভাদ্র মাসের অধিপতি রবি, অতএব মাসস্বর অকার; ইহার পরিমাণ ৩১ দিন; অতএব ৩১ ÷ ৫ = ৬।১২ অবস্থার ভোগাঙ্ক। ইষ্টকাল ২৭।২৭।২৮কে এই ভোগাঙ্ক দিয়া ভাগ দিলে

৬।১২) ২৭।২৭।২৮
২৪।৪৮ (৪
২।৪৩।২৮

অতএব মাসস্বর অকারের ৪র্থ অবস্থা গত হইয়া ৫ম বা মৃত্যু অবস্থা ভোগ হইতেছে।

অন্তরোদয়ে ৩১ ÷ ১১ = ২।৪৯।৫।২৭; ইহাই মাসস্বর অকারের ভোগাঙ্ক। এক্ষণে ভুক্তকাল ২৭।২৭।২৮ ÷ ২।৪৯।৫।২৭

২।৪৯।৫।২৭) ২৭।২৭।২৮
২৫।২১।৪৯।৩ (৯
২।৫।৩৮।৫৭

অতএব মাসস্বর অকারের অন্তরে তাহার দশম অর্থাৎ ওকার স্বর চলিতেছে এবং তাহার দিন ২।৫।৩৮।৫৭ ভোগ হইয়াছে; এক্ষণে ইহার অবস্থা জানিতে হইবে। অতএব ২।৪৯।৬ ÷ ৫ = ০।৩৩।৪৯।১২ = অন্তরস্বরের অবস্থাভোগাঙ্ক। এক্ষণে অন্তরোদিত ওকার স্বরের ভুক্ত ২।৫।৩৯কে ০।৩৩।৪৯।১২ দিয়া ভাগ করিলে

০।৩৩।৪৯।৬) ২।৫।৩৯
১।৪১।২৭।১৮ (৩
০।২৪।১২।৪২

অতএব অন্তরোদিত ওকার স্বরের তৃতীয় অবস্থা গত হইয়া চতুর্থ অবস্থা—বৃদ্ধাবস্থা চলিতেছে।

৬ষ্ঠ পক্ষস্বর—১০ই সেপ্টেম্বর বেলা দং ১০।৩ পলে কৃষ্ণপক্ষ উদয় হইয়া ২০শে সেপ্টেম্বর বেলা দং ১১।৩১ পলে শেষ হইতেছে। অতএব ইষ্ট কালের পক্ষস্বর অকার। ইহার অবস্থা—

পক্ষভুক্তিকাল দিন ১৪।১।২৯ ÷ ৫ = ২।৪৮।১৮ = পক্ষস্বরের অবস্থাভোগাঙ্ক। ইষ্টকাল ১০।২০।২৮ হইতে ৯।১০।৩ বিয়োগ করিলে পক্ষস্বরের ভুক্তকাল দিন ৩।১০।২৫ হয়; ইহাকে পক্ষস্বরের অবস্থাভোগাঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে

২।৪৮।১৮) ৩।১৭।২৫
২।৪৮।১৮ (১

০।২৯।৭ হয়।

অতএব পক্ষস্বর অকারের ২য় বা কুমারাবস্থা চলিতেছে।

অন্তরোদয়ে পক্ষ ভুক্তিকাল ১৪।১।২৯ ÷ ১১ = ১।১৬।৩০ পক্ষস্বরের অন্তরভোগাঙ্ক। এক্ষণে পক্ষভুক্তিকাল ৩।১৭।২৫ এই ভোগাঙ্কদ্বারা ভাগ করিলে—

১।১৬।৩০) ৩।১৭।২৫ (২
২।৩৩

০।৪৪।২৫ হয়।

অতএব পক্ষস্বর অকারের অন্তরে তৃতীয় বা উকার স্বর চলিতেছে এবং তাহার ০।৪৪।২৫ ভোগ হইয়াছে। উকারের অবস্থা।

অন্তরোদিত স্বরভোগাঙ্ক ১।১৬।৩০ ÷ ৫ = ০।১৫।৪৮ = অন্তরোদিত স্বরের অবস্থাভোগাঙ্ক; অন্তরোদিত উকার স্বরের ০।৪৪।২৫ ভুক্ত হইয়াছে। অতএব

০।১৫।৪৮) ০।৪৪।২।৫ (২
০।৩১।৩৬

০।১২।৪৯ হইল।

অতএব পক্ষস্বর অকারের অন্তরে উকার স্বরের ৩য় বা তরুণাবস্থা চলিতেছে। যুদ্ধ এবং বিবাদাদিতে পক্ষস্বর বিশেষ প্রয়োজন। পক্ষবলে জয়-পরাজয় নির্ণীত হইয়া থাকে।

৭ম তিথিস্বর—১২ই সেপ্টেম্বর ৫১।৭ পলের পরে রিক্তা-তিথিতে চতুর্থীর উদয় হইতেছে এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর দং ৪৪।২২ পলে শেষ হইতেছে। অতএব ইষ্টকালের তিথিস্বর একার হইল।

ইহার অবস্থা ;—তিথি পরিমাণ বা ভুক্তিকাল দণ্ড ৫৩।১৭ ÷ ৫=১০।৩৯।২৪ ; তিথিভুক্তকাল ৮।৫৫+২৭।২৮=৩৬।২৩

অতএব ১০।৪০) ৩৬।২৩ (৩
৩২।০
৪।২৩

অতএব তিথিস্বর একারের ইষ্টকালে ৪র্থ বা বৃদ্ধাবস্থা চলিতেছে। অন্তরে ০।৫৩।১৭÷১১=০।৪।৫০।৩৮=তিথিস্বরের অন্তর স্বরভোগাঙ্ক। অতএব তিথিভুক্ত কাল।

০।৪।৫০।৩৮
বা ০।৪।৫১) ০।৩৬।২৩ (৭
০।৩৩।৫৭
০।২।২৬

অর্থাৎ তিথিস্বর একারের অন্তরে সপ্তম স্বর গত হইয়া অষ্টম স্বর অকার চলিতেছে এবং তাহার দং ২।২৬ পল ভোগ হইয়াছে।

অন্তরোদিত অকারের অবস্থা ; ০।৪।৫০।৩৮÷৫=০।০।৫৮।৮ অতএব অন্তরোদিত অকার স্বরের ভুক্ত কাল

০।০।৫৮।৮) ০।২।২৬ (২
০।১।৫৬।১৬
০।০।২৯।৪৪

অতএব তিথিস্বর একারের অন্তরোদিত অকার স্বরের ৩য় বা তরুণাবস্থা চলিতেছে।

৮ম ঘটিস্বর—তিথিস্বরের অন্তর স্বরকেই ঘটীস্বর কহে।

অতএব তিথিস্বরের অন্তরোদিত অকার স্বরই ঘটীস্বর হইল এবং তাহার ৩য় বা কুমারাবস্থা চলিতেছে ঃ—

ইহার অন্তরস্বর ০।৪।৫১ ÷ ১১ = পল ২৬।২৭ ঘটীস্বরের ভুক্তকাল।

০।০।২৬।২৭) ০।২।১২৬
০।২।১২।১৫ (৫
―――――
০।০।১৩।৪৫

অতএব ঘটীস্বর অকারের অন্তরে ৫ম স্বর গত হইয়া ষষ্ঠ বা অকারস্বর চলিতেছে। ইহার অবস্থায় ৫ পল ১৮ বিপলে অর্থাৎ ২ মিনিট ৭ সেকেণ্ড হয়; এইজন্য ইহার অবস্থা পরিত্যক্ত হইল। এক্ষণে এই কালজ স্বর সকলকে নিম্নলিখিতরূপে স্থাপন করিতে হইবে।

ইষ্টকালে অর্থাৎ ১৩।৯।১৯ তারিখে বেলা ৪।৪৫ মিনিটের সময় কালজ অষ্টবিধ স্বর নিম্নলিখিতরূপে সজ্জিত হইল।

	দ্বাদশ বর্ষ	বর্ষ	অয়ন	ঋতু	মাস	পক্ষ	তিথি	ঘটী
উদিত স্বর	অ	অ	অ	উ	অ	অ	এ	অ
অবস্থা	তর	কুমার	তরুণ	বালক মার্দ্ধ)	মৃত্যু	কুমার	বৃদ্ধ	তরুণ
অন্তরোদিত স্বর	ও	এ	এ	উ	ও	উ	অ	অ
অবস্থা	মৃতু	কুমার	তরুণ	তরুণ	বৃদ্ধ	তরুণ	তরুণ	০

এক্ষণে উক্ত রেসে জ্যাক্ এবং অন্য অশ্বগণের নামজ স্বর স্থির করিয়া নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

অশ্বের নাম	যোগ	পিণ্ড	নক্ষত্র	রাশি	জীব	গ্রহ	বর্ণ	মাত্রা
নোবল	এ	অ	এ	এ	ই	অ	ই	ও
ভ্যালেন্টাইন্‌ছ্‌ব্রুক	অ	অ	এ	এ	ই	উ	অ	অ
জ্যাক	ই	এ	এ	এ	ই	ও	ই	অ
মিড্‌ছ্যাণ্ড	ও	এ	ই	ই	ই	অ	ই	ই
মিছ্‌ড্রেক	অ	এ	ই	ই	উ	অ	ই	ই
লিছোলিল্	ও	ও	অ	অ	ও	অ	ও	ই
স্যুডাইন্	এ	ও	ও	ও	ই	ও	এ	উ
এণ্ডোভার্সফোর্ড	অ	এ	অ	অ	ও	এ	ই	এ
জিলিয়া	ই	ও	এ	এ	ও	ও	ই	ই
বাল্‌ছাম	উ	উ	অ	অ	অ	এ	ও	অ
বাইডাউঈ	উ	উ	অ	অ	উ	এ	ও	অ

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যোগ হইতে মাত্রা পর্য্যন্ত স্বরগণ যথাক্রমে অধিক বলী এবং দ্বাদশাব্দ হইতে ঘটী পর্য্যন্ত স্বরগণও যথাক্রমে অধিক বলী; অতএব আমরা প্রথমেই অশ্বগণের নামের আদিবর্ণে সংযুক্ত মাত্রাস্বরের বিচার করিব। ঘটীস্বর হইতেই মাত্রাস্বরের বিচার হইবে। অশ্বগণের মধ্যে মাত্রাস্বর

অকারে—ভ্যালেণ্টাইন্‌ছ্‌ব্রূক, জ্যাক, বালসাম, বাইডাউঈ।

ইকারে—মিড্‌ছ্যাণ্ড, মিছ্‌ড্রেক, লিছোলিল, জিলিয়া।

উকারে—স্যুডাইন।

একারে—এণ্ডোভার্সফোর্ড।

ওকারে—নোবল

এক্ষণে ঘটীস্বরে উদিত অকারের ইষ্ট কালে ৩য় বা তরুণ অবস্থা হওয়ায় স্বরাবস্থাচক্রানুসারে এ ১, ও ২, অ ৩, ই ৪, উ ৫ এবং ইহার অন্তরে তরুণস্বর অকারের উদয় হওয়ায় স্বরাবস্থাচক্রানুসারে অ ১, ই ২, উ ৩, এ ৪, ও ৫।

ইহাদিগের বলাবল ঃ—

অন্তরাবস্থায় উকার তরুণ হইলেও ঘটীতে মৃত ; অতএব দুর্ব্বল।

" " ইকার কুমার হইলেও ঘটীতে বৃদ্ধ : অতএব উকার অপেক্ষা বলবান্।

" " একার বৃদ্ধ এবং ঘটীতে বালক ; সুতরাং ইকার অপেক্ষা দুর্ব্বল।

" " অকার বালক হইলেও ঘটীতে তরুণ ; সুতরাং ইকার অপেক্ষা বলবান্।

" " ওকার মৃত ; সুতরাং ঘটীতে কুমার হইলেও ইকার অপেক্ষা দুর্ব্বল। সুতরাং মাত্রাস্বর—

অকারযুক্ত, ভ্যা,জ্যা, বা, বা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

ইকার " মি, মি, লি, জি দ্বিতীয় বলবান্।

ওকার " নোবল তৃতীয় বলবান্।

একার " এণ্ডোভার্সফোর্ড চতুর্থ বলবান্।

উকার " সুডাইন পঞ্চম বা সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল।

মাত্রাস্বর ঘটীস্বর অপেক্ষা বলবান্ হইলেও ঘোড়দৌড় খেলায় বর্ণস্বরই জয়পরাজয়ের প্রধান কারণ।

দ্বাদশাব্দাদিকঃ কালো যাত্রাকারাদিকস্বরে।

তিথিস্তত্র শুভো ন স্যাৎ পঞ্চাবস্থাঃ শুভোঽপি চ॥

অর্থাৎ দ্বাদশাব্দি হইতে ঘটী পর্য্যন্ত কালজ স্বরগণ পঞ্চাবস্থায় শুভ হইলেও যদি তিথিস্বর শুভ না হয়, শুভ ফল প্রদান করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে তিথিস্বর বিচারের প্রয়োজন। তিথিস্বরের উপর বর্ণস্বরের শুভাশুভ নির্ভর করে। কারণ, তিথিস্বর হইতেই বর্ণস্বরের বিচার হয়, এই তিথি স্বরে যে স্বর বলবান্ হইবে, সেই স্বরের বর্ণে যে অশ্বের নামের আদি অক্ষর হইবে, সেই অশ্ব ঘোড়দৌড় খেলায় জয়লাভ করিবে।

ইষ্টকালে রিক্তা তিথি চতুর্থীতে একার স্বরের বৃদ্ধাবস্থ হওয়ায় স্বরাবস্থাচক্রানুসারে স্বরগণের অবস্থা অ ১, ই ২, উ ৩ এ ৪, ও ৫; অন্তরে তিথিস্বরের তরুণ স্বর অকার উদয় হইয়া ৩য় বা তরুণ অবস্থা ভোগ করিতেছে। অতএব স্বরাবস্থাচক্রানুসারে এ ১, ও ২, অ ৩, ই ৪, উ ৫।

ইহাদিগের বলাবল।

অন্তরাবস্থায় অ ৩ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হইলেও তিথি অবস্থায় বালক—অতএব দুর্ব্বল।

" ও ২ দ্বিতীয় বলবান্ হইলেও তিথি-অবস্থায় মৃত; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল।

„ ই ৪ তৃতীয় বলবান্ হইলেও তিথি অবস্থায় কুমার; তজ্জন্য বলবান্।

„ এ ১ চতুর্থ বলবান্ এবং তিথি অবস্থায় বৃদ্ধ; সুতরাং অকার অপেক্ষা দুর্ব্বল।

„ উ ৫ উকারস্বরে কোন বর্ণ নাই, থাকিলে অকার অপেক্ষা বলবান্ হইত।

সুতরাং ইষ্টকালে আমরা এক ইকার স্বরকেই বলবান দেখিতে পাইতেছি; এবং এই ইকার স্বরের বর্ণেই ঘোড়দৌড় খেলায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হইয়াছিল।

এক্ষণে অশ্বগণের মধ্যে বর্ণস্বরে—

অকারে—ভ্যালেণ্টাইন্‌স্ ব্রূক্।

ইকারে—নোবল্, জ্যাক্, মিড্ছ্যাণ্ড, মিছ্ড্রেক্, এণ্ডোভার্স ফোর্ড জিলিয়া।

একারে—সুডাইন্।

ওকারে—লিছোলিল, বালছাম, বাইডাউন্স।

তিথিস্বর এবং অন্তরের বিচারে আমরা ইকার স্বরকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং এই ইকার স্বরে আমরা ছয়টি অশ্ব প্রাপ্ত হইতেছি। সুতরাং ইষ্টকালের ঘোড়দৌড় খেলায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অশ্ব আমরা এই ছয়টি অশ্বের মধ্যে প্রাপ্ত হইব, ইহা অপেক্ষা দুর্ব্বল স্বরের বর্ণ-বিশিষ্ট অশ্বের বল-বিচারের আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে এই ছয়টি অশ্বের মধ্যে কে প্রথম হইবে, দেখিতে হইলে, আমরা

প্রথমে মাত্রাস্বরের সাহায্য গ্রহণ করিব; কারণ, মাত্রাস্বরই সর্ব্বস্বর অপেক্ষা বলবান্।

মাত্রাস্বরের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ স্বরযুক্ত অশ্বগণের মধ্যে জ্যাক্ নামক বর্ণস্বরের বলবান্ অশ্ব থাকায় জ্যাক জয়লাভ করিবে, ইহা আর বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই।

এক্ষণে মাত্রা স্বরের দ্বিতীয় বলবান ইকার স্বরযুক্ত অশ্বগণের মধ্যে আমরা বর্ণস্বরে বলবান, মিড্ছ্যাও, মিছ ড্রেক এবং জিলিয়া প্রাপ্ত হইতেছি সুতরাং ইহাদিগের মধ্যেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অশ্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এণোভার্সফোর্ড এবং নোবল মাত্রাস্বরে হীনবলী স্বরযুক্ত হওয়ায় বর্ণ স্বরে বলবান হইলেও হীনবল হইল; সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা মিড্ছ্যাও, মিছড্রেক এবং জিলিয়ার বল বিচার করিয়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অশ্ব স্থির করিব। অতএব এই তিনটি অশ্বের বল বিচারে আমরা বর্ণস্বর অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প বলবান গ্রহ স্বর গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইতেছি, মিড্ছ্যাও এবং মিছড্রেকের পক্ষস্বর অকার এবং জিলিয়ার পক্ষস্বর ওকার; গ্রহস্বরের বিচার কালজ পক্ষ স্বর হইতে হইবে।

পক্ষস্বর অকারের কুমার অবস্থা হওয়ায় ইহকালে পক্ষস্বরের অবস্থা স্বরচক্রানুসারে ও ১, অ ২, ই ৩, উ ৪, এ ৫ এবং ইহার অন্তরে উকার স্বরের তরুণাবস্থা হওয়ায় স্বরচক্র অনুসারে অ ১, ই ২, উ ৩, এ ৪, ও ৫ হইল; সুতরাং জিলিয়ার গ্রহ স্বর

ওকার পক্ষস্বরে বালক এবং অন্তরে মৃত হওয়ায় পক্ষস্বরে কুমারাবস্থা প্রাপ্ত এবং অন্তরে বালকাবস্থা প্রাপ্ত অকার অপেক্ষা দুর্ব্বল হইল। অতএব মিড্ছ্যাণ্ড এবং মিছ্ড্রেকের মধ্যে আমরা এই রেসের দ্বিতীয় অশ্ব প্রাপ্ত হইব। সুতরাং আমাদিগকে নামজ অষ্টস্বর চক্রে জীব স্বরের বিচার করিতে হইবে। মাস স্বর হইতে জীবস্বরের বিচার হইবে। অতএব ইষ্টকালে উদিত মাসস্বর অকারের মৃত্যু অবস্থা হওয়ায় স্বরচক্র অনুসারে ই ১, উ ২, এ ৩, ও ৪, অ ৫; এবং মাস স্বরের অন্তরে উদিত ওকারের বৃদ্ধাবস্থায় ই ১, উ ২, এ ৩, ও ৪, অ ৫ প্রাপ্ত হইতেছি; সুতরাং নামজ জীবস্বরে মিছ্ড্রেকের জীবস্বর উকার, জিলিয়ার ওকার অপেক্ষা বলবান এবং জিলিয়ার জীবস্বর বৃদ্ধ ওকার মিড্ছ্যাণ্ডের জীবস্বর বালক ইকার অপেক্ষা বলবান হইল; এইজন্য এই রেসে মিছ্ড্রেক দ্বিতীয় এবং মিড্ছ্যাণ্ড তৃতীয় হইল।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদিগকে জীবস্বরের অধিক আর অগ্রসর হইতে হইল না। ঘোড়দৌড় খেলায় জয়ী অশ্ব বাহির করিতে হইলে, কোন কোন স্থলে যোগস্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে; এবং তাহাতেও যদি দুই কি তিনটি অশ্বের একরূপ স্বর হয়, তাহাদের বিচার কিরূপ করিতে হয়, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্বরোদয় শাস্ত্রের এই ষোড়শস্বর উৎপাদন করিয়া বিচার করা অত্যন্ত কঠিন; এই নিমিত্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সাধারণের

জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কালজ এবং নামজ ঘোড়শস্বর উৎপাদন করিয়া ঘোড়দৌড় খেলার জয়ী অশ্ব বাহির করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না বিবেচনায়,কেবলমাত্র তিথিস্বরের বিচার করিয়া নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে গণনা করিলেও ঘোড়দৌড় খেলায় কেহই বিফলমনোরথ হইয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিবেন না।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণস্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, এবং যুদ্ধ, বিবাদ ও দ্যূতাদিতে এই বলবান বর্ণস্বরই ফল প্রদান করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত কেবল বর্ণস্বর অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত রেসগুলি গণনা করা হইল।

বর্ণস্বর হইতে ঘোড়দৌড় গণনা করিবার নিয়ম।

ইষ্টকালে তিথিস্বরের অন্তর স্বরের পঞ্চাবস্থা হইতে বলবান স্বর বাহির করিয়া গণনা করিতে হয়।

(ক) অন্তর স্বরের পঞ্চাবস্থা ভোগকালে অন্য স্বরগণ যে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের কুমার এবং তরুণ স্বরের

অথবা নামজ বলবান বর্ণস্বরের আদিবর্ণে অশ্ব জয়লাভ করিবে।

(খ) কুমার কিংবা তরুণ স্বরের মধ্যে কোন্ স্বর বলবান তাহার বিচার একমাত্র তিথিস্বর হইতে হওয়া অসম্ভব; তথাপি যতদূর সম্ভব, সাধারণের সুবিধার জন্য পরীক্ষা করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, প্রকাশ করিলাম।

অন্তর স্বরের বাল্যাবস্থায় প্রায় তরুণ স্বরের বর্ণে অথবা নামজ বর্ণস্বর বর্ণে; অন্তর স্বরের কুমারাবস্থায় তরুণ স্বরের বর্ণে অথবা নামজ বর্ণস্বর বর্ণে; অন্তর স্বরের তরুণাবস্থায় কুমার এবং তরুণ দুই স্বরেরই বর্ণে বা নামজ বর্ণস্বর বর্ণে; অন্তর স্বরের বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় কুমার স্বরের বর্ণে অথবা নামজ বর্ণস্বরবর্ণে; অন্তর স্বরের মৃত্যু অবস্থায় প্রায় কুমার স্বরের বর্ণে অথবা নামজ বর্ণস্বরবর্ণে অশ্ব জয়লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এ নিয়ম একেবারে অভ্রান্ত নহে। প্রকৃত বলবান স্বর বাহির করিতে হইলে কালজ অষ্টস্বর উদয় করিতে হয় এবং সেই বলবান স্বরের বর্ণে আদিঅক্ষরবিশিষ্ট অশ্ব জয়লাভ করে।

(গ) স্থূলতঃ তিথিস্বরের অন্তর অবস্থায় উদিত বা বালস্বর যদি তিথিস্বরে বালক, বৃদ্ধ বা মৃত হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরের বর্ণে অশ্ব জয়লাভ করে এবং উক্ত স্বর যদি তিথি অবস্থায় কুমার বা তরুণ হয়, তাহা হইলে সেই স্বরের নামজ বলবান স্বরের বর্ণে অশ্ব জয়লাভ করে; কিন্তু এ

নিয়মেও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না; কারণ, অনেক সময়ে ইহার ব্যতিক্রম হয়।

কালজ অষ্টস্বর উদয় করিতে না পারিলে, অন্ততঃ পক্ষে পক্ষ স্বর উদয় করিয়া তাহার অবস্থার সহিত তিথিস্বরাবস্থা ও তিথি স্বরের অন্তরোদিত স্বরাবস্থার বিচার করিলেই শতকরা ৮০।৯০টি রেসের জয়া অশ্ব বাহির করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

১ম উদাহরণ, কলিকাতা রেস,

পূর্ণাতিথি, শুক্লা দশমী, ওকারস্বর—ও অ ই উ এ।

ইংরাজী ১৯১৯ অব্দের ১১ জানুয়ারী শনিবার বেলা ২।১৫ মিনিটের প্রথম রেস গণনা।

পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ১০ জানুয়ারী রাত্রি ১।৪১ মিনিটে দশমী তিথি উদয় হইয়া ইষ্ট দিবসে রাত্রি ১১।৩৪ মিনিটে শেষ হইতেছে; অতএব দশমী তিথির পরিমাণ ঘ ২১।৫৩ মিনিট হইতেছে। দশমী তিথিতে ওকার স্বরের উদয় হয়, এবং আমাদিগের ঘোড়দৌড় খেলার সহজ নিয়মানুসারে ইষ্টকালে তিথিস্বর ওকারের অন্তরে কোন্ স্বর চলিতেছে জানিতে হইবে। অতএব ২১।৫৩ ÷ ১১ = ১।৫৯।২২ = তিথিস্বরের অন্তর স্বরের ভোগাঙ্ক।

ইষ্ট সময় ২।১৫ হইতে ১।৪১ বিয়োগ করিলে মি ১২।৩৪ হয় অর্থাৎ ইষ্টকালে দশমী তিথির ১২।৩৪ মিনিট ভোগ হইয়াছে। এক্ষণে অন্তরে কোন্ স্বর চলিতেছে জানিতে হইবে।

১২।৩৪ ÷ ১'৫৯।২২ = ৬ $\frac{৩৮।১২}{১।৫৯।২২}$ অর্থাৎ ওকার স্বরের অন্তরে ষষ্ঠস্বর ভোগ হইয়া সপ্তম অর্থাৎ অকার স্বর চলিতেছে এবং তাহার মি ৩৮।১২ ভোগ হইয়াছে। অকার স্বরের কোন্ অবস্থা জানিতে হইবে, অতএব ১।৫৯।২২ ÷ ৫ = ০।২৩।৫২।২৪ সুতরাং ৩৮।১২ ÷ ২৩।৫২।২৪ = ১ $\frac{১৪।১৯।৩৬}{২৩।৫২।২৪}$ অর্থাৎ ওকার স্বরের অন্তরোদিত অকার স্বরের দ্বিতীয় বা কুমার অবস্থা চলিতেছে। অতএব স্বরাবস্থা ও ১ অ ২ ই ৩ উ ৪ এ ৫ হওয়ায় অকারের ২য় বা কুমারাবস্থা হইল; ইহার ৩য় বা তরুণ স্বর ইকার বলবান হইল এবং অন্তরাবস্থায় উদিত ওকার স্বর তিথি স্বরে বালক হওয়ায় স্বরজবর্ণে মাইআইভি জয়লাভ করিল। মিরিয়ান হইল না কেন?

১।৫৯।২২ = ঘটীস্বর; ১।৫৯।২২ ÷ ১১ = ১০।৫১ = ঘটীস্বরের অন্তর স্বরের ভোগাঙ্ক; ঘটীস্বরের ভুক্তকাল ৩৮।১২ ÷ ১০।৫১ = ৩ $\frac{৫।৪৯}{১০।৫১}$ অর্থাৎ ঘটীস্বর অকারের অন্তরে ৪র্থ বা একার স্বর চলিতেছে। অতএব তাহার অবস্থা এ ১ ও ২ অ ৩ ই ৪ উ ৫ সুতরাং মাত্রা স্বরের মধ্যে অকার স্বর তরুণ এবং ইকার স্বর বৃদ্ধ হইতেছে; এই জন্য মিরিয়ান হইল না।

দ্বিতীয় রেস ২।৪৫—

১২।৩৪ + ৩০ = ১৩।৪

১৩।৪ ÷ ১'৫৯।২২ = ৬ $\frac{৬।৮।১২}{১।৫৯।২২}$ অর্থাৎ ঐ অকার স্বর; ইহার

অবস্থা।—এই রেসে ৫ মিনিটের অধিক সময় লাগিয়াছিল—৭৩।

১২ ÷ ২৩।৫২।২৪ = ৩ $\frac{১।৫৪।৪৮}{২৩।৫২।২৪}$ অতএব অস্বরের বৃদ্ধাবস্থায় স্বরাবস্থা উ ১ এ ২ ও ৩ অ ৪ ই ৫ হওয়ায় এবং অন্তরাবস্থায় অকার স্বর বৃদ্ধ হওয়ায় কুমার স্বর এ ২ বলবান হইল এবং উদিত স্বর উকার তিথিস্বরে বৃদ্ধ হওয়ায় এ স্বরের বর্ণে টারফুট জয়ী হইল।

তৃতীয় রেস ৩।১৫—

১৩।৪ + ৩০ = ১৩।৩৪ ; ১৩।৩৪ ÷ ১।৫৯।১২ =

৬ $\frac{৯৮।১২}{১।৫৯।২২}$ ঐ অকার স্বর; ইহার অবস্থা ৯৮।১২ ÷ ২৩।৫২।২৪ =

৪ $\frac{২।৩০।২৪}{১।৫৯।২২}$ অতএব অ স্বরের মৃতাবস্থায় ই ১ উ ২ এ ৩ ও ৪ অ ৫ হওয়ায় উ ২ বলবান হইল এবং উদিত বালস্বর ইকার তিথিস্বরে তরুণ হওয়ায় নামজ বর্ণস্বর অ ৩ স্বরের বর্ণে কার্লোজ জয়ী হইল।

৪র্থ রেস ৩।৪৫—১৩।৩৪ + ৩০ = ১৪।৪ ; ১৪।৪ ÷ ১।৫৯।২২

= ৭ $\frac{০।৮।২৬}{১।৫৯।২২}$ অতএব তিথিস্বর ওকারের অন্তরে ৮ম বা ইকার স্বর চলিতেছে এবং তাহার ০।৮।২৬ মাত্র ভোগ হইয়াছে; অতএব ইকার স্বরের বাল্যাবস্থায় স্বরাবস্থা ই ১ উ ২ এ ৩ ও ৪ অ ৫ ; বাল্যাবস্থায় ৩য় স্বর এ বলবান হইল এবং উদিত ইকার স্বর তিথি স্বরের তরুণ হওয়ায় এ স্বরের নামজ বর্ণস্বর ই ৩ স্বরে নেছেছিটি জয়লাভ করিল।

৫ম রেস ৬।২০—১৪।৪+৩৫=১৪।৩৯÷১।৫৯।২২=৭ $\frac{০।৪৩।২৬}{১।৫৯।২২}$ ঐ ইকার স্বরে; ইহার অবস্থা ০।৪৩।২৬÷২৩।৫২।২৪ =১ $\frac{০।১৯।৩৩।৩৬}{২৩।৫২।২৪}$; ই স্বরের ২য় বা কুমারাবস্থা; স্বরাবস্থা অ ১ ই ২ উ ৩ এ ৪ ও ৫ কুমারাবস্থায় ৩য় স্বর উ বলবান এবং উদিত অকার তিথি স্বরে কুমার হওয়ায় উ স্বরের নামজ বর্ণ স্বর অ ৩ স্বরে ছেণ্টকুইন জয়লাভ করিল।

৬ষ্ঠ রেস ৪।৫০—১৪।৩৯+৩০=১৫।৯; ১৫।৯÷১।৫৯।২২ =৭ $\frac{০।৭৩।২৬}{১।৫৯।২২}$ ঐ ইকার স্বরে; অবস্থা ৭৩।২৬÷২৩।৫২।২৪ =৩ $\frac{১।৪৮।৪৮}{২৩।৫২।২৪}$ ই স্বরের ৪র্থ বা বৃদ্ধাবস্থা, স্বরাবস্থা এ ১ ও ২ অ ৩ ই ৪ উ ৫ বৃদ্ধাবস্থায় এখানে ২য় না হইয়া ৩য় অকার স্বর বলবান হইল এবং উদিত একার স্বর তিথিতে মৃত হওয়ায় অ স্বরের বর্ণে কান্টিল্যাড্ জয়লাভ করিল।

৭ম রেস। ৫।১৫—১৫।৯+২৫=১৫।৩৪; ১৫।৩৪÷ ১।৫৯।২২=৭ $\frac{০।৯৮।২৬}{১।৫৯।২২}$ ঐ ইকার স্বরে; অবস্থা ৯৮।২৬÷ ২৩।৫২।২৪=৪ $\frac{২।৫৬।২৪}{২৩।৫২।২৪}$ ই স্বরের ৫ম বা মৃতাবস্থা; স্বরাবস্থা উ ১ এ ২ ও ৩ অ ৪ ই ৫; মৃতাবস্থায় ২য় একার স্বর বলবান হইল, এবং একার স্বর তিথিতে মৃত হইলেও নামজ বর্ণ স্বর ই ৩ স্বরে এম্‌ফিট্রাইওন জয়লাভ করিল, তাহার কারণ প্রথমে স্বরবর্ণ একার থাকায় এম্‌ফিট্রাইওন হইল।

দ্বিতীয় উদাহরণ কলিকাতা রেস।

রিক্তা তিথি কৃষ্ণাচতুর্থী একার স্বর এ ও অ ই উ।

১৯.৮ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর।

১ম রেস বেলা ২টা অন্তরোদিত ই স্বরের ২য় বা কুমার অবস্থায় অ ই উ এ ও। ২য় বা ৩য় ই বা উ স্বরের নামজ ও৩ বা অ৩ স্বরে বোডেনহাম; (ববৌ) তিথিতে উদিত অ তরুণ।

২য় রেস ২।৩০—অন্তরোদিত ই স্বরের ৩য় বা তরুণ অবস্থায় ও অ ই উ এ। ২য় বা কুমার অ স্বরের নামজ স্বর এ ৩ স্বরে টুফা। তিথিতে উদিত ও কুমার।

৩য় রেস ৩—অন্তরোদিত ই স্বরের ৪র্থ বা বৃদ্ধাবস্থায় এ ও অ ই উ। ২য় বা কুমার ও স্বরের নামজ স্বর উ৩ স্বরে গ্রেছফিল্ড্। তিথিতে উদিত এ বালক।

৪র্থ রেস ৩।৪৫—অন্তরোদিত উ স্বরের ১ম বা বাল্যাবস্থায় উ এ ও অ ই। এইস্থানে ৪র্থ স্বর অকার বলবান হইয়া ডার্কলিজেণ্ড হইল।

৫ রেস ৪।১৫—অন্তরোদিত উ স্বরের ২য় বা কুমারাবস্থায় ই উ এ ও অ। ২য় বা কুমার উ স্বরের বর্ণে পয়েগন্যাণ্ট হইল। তিথিতে উদিত ই বৃদ্ধ।

৬ষ্ঠ রেস ৪।৪৫—অন্তরোদিত উ স্বরের,৩য় বা তরুণ অবস্থায় অ ই উ এ ও। ২য় ই স্বরের বর্ণে বা ৩য় উ স্বরের নামজ

ই ২ বর্ণে মিছটুইষ্টিন হইল। অত স্বরের কোন অশ্ব নাই উদিত অ তিথিতে তরুণ।

তৃতীয় উদাহরণ কলিকাতা রেস।

ভদ্রাতিথি কৃষ্ণা ৭মী ইকার স্বর ই উ এ ও অ।

১৯১৮ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর।

১ম রেস ১।৫০—অন্তরোদিত উ স্বরের ৫ম বা মৃত্যু অবস্থায় এ ও অ ই উ। ৩য় অকার স্বরের বর্ণে ছিল্যাড্।

২য় রেস ২।২০—অন্তরোদিত এ স্বরের ২য় বা কুমারাবস্থায় উ এ ও অ ই। ৩য় ওকার স্বরের বর্ণে ব্রাগার্ট।

৩য় রেস ২।৫০—অন্তরোদিত এ স্বরের ৩য় বা তরুণাবস্থায় ই উ এ ও অ। ৩য় একার স্বরের নামজ বর্ণ স্বর ই ৬ স্বরে মেডেনপাম।

৪র্থ রেস ৩।২০—অন্তরোদিত এ স্বরের ৪র্থ বা বৃদ্ধাবস্থায় অ ই উ এ ও। ৩য় উ স্বরের নামজ বর্ণ স্বর অত স্বরেভার্জ্জ।

৫ম রেস ৩।৫০—অন্তরোদিত এ স্বরের ৫ম বা মৃত্যু অবস্থায় ও অ ই উ এ। ২য় অ স্বরের বর্ণে ছাইনাইট।

৭ম রেস ৪।৫০—অন্তরোদিত ও স্বরের ২য় বা কুমারাবস্থায় এ ও অ ই উ। এই স্থানে চতুর্থ স্বর ইকার বলবান হইয়া নারেব হইল।

চতুর্থ উদাহরণ কলিকাতা রেস।

নন্দাতিথি কৃষ্ণা একাদশী অ স্বর, অ ই উ এ ও।

১৯১৮ অব্দের ২৮শে ডিসেম্বর।

১ম রেস ১৷৫০—অন্তরোদিত উ স্বরের মৃত্যু অবস্থা এ ও অ ই উ। ৩য় অ স্বরের বর্ণে এবং নামজ বর্ণ স্বর এ৩ স্বরে ভারল্যাণ্ডরোজ ও ট্যাফিজডার্লিং ডেড্ হিট।

২য় রেস ২৷১৫—অন্তরোদিত এ স্বরের বাল্যাবস্থায় এ ও অ ই উ। এই স্থানে ৪র্থ স্বর ই বলবান হইয়া মিছটুইষ্টিন হইল।

৩য় রেস ২৷৪৫—অন্তরোদিত এ স্বরের কুমারাবস্থায় উ এ ও অ ই। এই স্থানে ও ৪র্থ স্বর অ বলবান হইয়া ভেরাস হইল।

৪র্থ রেস ৩৷১৫—অন্তরোদিত এ স্বরের তরুণাবস্থায় ই উ এ ও অ। ২য় উ স্বরের নামজ বর্ণস্বর অ ৩ স্বরে ছিমরেক্স হইল।

৫ম রেস ৪—অন্তরোদিত এ স্বরের মৃতাবস্থায় ও অ ই উ এ। ৩য় ই স্বরের নামজ বর্ণস্বর ও৩ স্বরে লিটিলনান্।

৬ষ্ঠ রেস ৪৷৩০—অন্তরোদিত ও স্বরের বাল্যাবস্থায় ও অ ই উ এ। ৩য় ই স্বরের বর্ণে লিটিল্ষ্টার।

৭ম রেস ৫—অন্তরোদিত ও স্বরের কুমারাবস্থায় এ ও অ ই উ। ৩য় ও স্বরের বর্ণে বোডেনহাম।

পঞ্চম উদাহণে কলিকাতা রেস্।

জয়াতিথি কৃষ্ণা ৩য়া উকারস্বর, উ এ ও অ ই

১৯১৯ অব্দের ১৮ই জানুয়ারী

১ম রেস্ ২।৪৫—অন্তরোদিত উ স্বরের বৃদ্ধাবস্থায় ও অ ই উ এ। ২য় অকার স্বরেরবর্ণে কারলোজ।

২য় রেস ৩।১৫—অন্তরোদিত উ স্বরের মৃতাবস্থায় এ ও অ ই উ।

২য় ওকার স্বরের নামজ বর্ণস্বর উও স্বরে পয়েগন্যাণ্ট।

৩য় রেসে ৩।৪৫—অন্তরোদিত এ স্বরের বাল্যাবস্থায় এ ও অ ই উ। ৩য় অকার স্বরের বর্ণে ছান্‌গ্রীব।

৪র্থ রেসে ৪।২৫—অন্তরোদিত এ স্বরের কুমারাবস্থায় উ এ ও অ ই।

২য় একার স্বরের বর্ণে ফেয়ারীড্রিম্।

৫ম রেসে ৪।৫০—অন্তরোদিত এ স্বরের তরুণাবস্থায় ই উ এ ও অ।

৩য় একার স্বরের বর্ণে থান্‌ডার।

৬ষ্ঠ রেসে ৫।২০—অন্তরোদিত এ স্বরের মৃতাবস্থায় ও অ ই উ এ।

২য় অস্বরের বর্ণে ছেনেটর। ৫।২৩ মিনিট পর্য্যন্ত এ স্বরের চতুর্থ অবস্থা ছিল সুতরাং ইহাকে ৫ম অবস্থায় ফেলা হইল।

৬ষ্ঠ উদাহরণ কলিকাতা রেস।

নন্দাতিথি কৃষ্ণাপ্রতিপদ অকার স্বর, অ ই উ এ ও

১৯১৯ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী।

১ম রেস ৩—অন্তরোদিত ও স্বরের কুমারাবস্থায় এ ও অ ই উ। ৩য় অ স্বরের বর্ণে ভার্ষ্ট।

২য় রেস ৩।৩০—অন্তরোদিত ও স্বরের তরুণাবস্থায় উ এ ও অ ই।

৩য় ও স্বরের বর্ণে ব্যাচিলার্স প্রস্পেক্ট ও লর্ডগ্রে ডেড্ হিট।

৩য় রেস ৪—অন্তরোদিত ও স্বরের বৃদ্ধাবস্থায়ই উ এ ও অ ই। ২য় উ স্বরের বর্ণে ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া।

৪র্থ রেস ৪।৩০—অন্তরোদিত ও স্বরের মৃতাবস্থায় অ ই উ এ ও। ২য় ই স্বরের নামজ বর্ণস্বর ও৩ স্বরে বেড্টাহম্।

৫ম রেস ৫—অন্তরোদিত অ স্বরের বাল্যাবস্থায় অ ই উ এ ও।

৩য় উ স্বরের, স্বরের নামজ বর্ণস্বর অ৩ স্বরে ছেনপ্যারিজন।

৬ষ্ঠ রেস ৫।৩০—অন্তরোদিত অ স্বরের কুমারাবস্থায় ও অ ই উ এ।

৩য় ই স্বরের নামজ বর্ণসর ও৩ স্বরে চায়নাএগ্।

সপ্তম উদাহরণ বারাকপুর রেস।

জয়া তিথি কৃষ্ণা ৩য়া উকারস্বর, উ এ ও অ ই

১৯১৯ অব্দের ১১ই অক্টোবর।

১ম রেস ৩।১৫—অন্তরোদিত এ স্বরের কুমারাবস্থায় উ এ ও অ ই।

২য় এ স্বরের নামজ বর্ণস্বর ই ৩ স্বরে এমি।

২য় রেস ৩।৪৫—অন্তরোদিত এ স্বরের তরুণাবস্থায় ই উ এ ও অ।

২য় উ স্বরের নামজ বর্ণস্বর অ৩ স্বরে বাল্‌ছাম্‌।

৩য় রেস ৪।১৫—অন্তরোদিত এ স্বরের বৃদ্ধাবস্থায় অ ই উ এ ও।

২য় ই স্বরের নামজবর্ণ স্বর ও৩ স্বরে চ্যাটার বক্স।

৪র্থ রেস ১।৪৫—অন্তরোদিত এ স্বরের ৫ম বা ও স্বরের ১ম অবস্থায় ও অ ই উ এ।

৩য় ই স্বরের বর্ণে জিলিয়া।

৫ম রেস ৫।১৫—অন্তরোদিত ও স্বরের কুমারাবস্থায় এ ও অ ই উ।

৩য় অ স্বরের বর্ণে ডিক্‌।

অষ্টম উদাহরণ টালিগঞ্জ রেস।

জয়াতিথি শুক্লাষ্টমী উস্বর, উ এ ও অ ই।

১৯১৯ অব্দের ১লা নভেম্বর।

১ম রেস ৩।.৫—অন্তরোদিত অ স্বরের মৃত্যু অবস্থায়ই উ এ ও অ।

৩য় এ স্বরের নামজ বর্ণস্বর ই৩ স্বরে মার্টিন।

২য় রেস ৪।৪৫—অন্তরোদিত ই স্বরের বাল্যাবস্থায় ই উ এ ও অ।

২য় উ স্বরের নামজ বর্ণস্বর ও৩ স্বরে কলম্বিয়া।

৩য় রেস ৪।১৫—অন্তরোদিত ই স্বরের তরুণাবস্থায় ও অ ই উ এ।

৩য় ই স্বরের নামজ বর্ণ স্বর ও৩ স্বরে চিংড়ি।

৪র্থ রেস ৪।৪৫—অন্তরোদিত ই স্বরের বৃদ্ধাবস্থায় এ ও অ ই উ।

২য় ও স্বরের নামজ বর্ণ স্বর উ ৩ স্বরে পার্টনারসিপ।

৫ম রেস ৫।১০—অন্তরোদিত ই স্বরের মৃতাবস্থায় উ এ ও অ ই।

২য় এ স্বরের বর্ণে থ্রিষ্টার।

নবম উদাহরণ টালিগঞ্জ রেস্।

নন্দাতিথি কৃষ্ণা ১ অ স্বর, অ ই উ এ ও।

১৯১৯ অব্দের ৮ই নভেম্বর।

১ম রেস ৩—অন্তরোদিত অ স্বরের বাল্যাবস্থায় অ ই উ এ ও।

৩য় উ স্বরের বর্ণে পলিডার্লিং।

২য় রেস ৩।২০—অন্তরোদিত অ স্বরের কুমারাবস্থায় ও অ ই উ এ।

৩য় ই স্বরের বর্ণে মার্টিন।

৩য় রেস ৪।১৫—অন্তরোদিত অ স্বরের তরুণাবস্থায় এ ও অ ই উ।

২য় ও স্বরের বর্ণে হ্যাপিবয়।

৪র্থ রেস ৪।১৫—অন্তরোদিত অ স্বরের মৃতাবস্থায় ই উ এ ও অ।

২য় উ স্বরের নামজ বর্ণ স্বর অ ৩ স্বরে ভিক্টোরিয়া।

৫ম রেস ৪।৪৫ অন্তরোদিত ই স্বরের বাল্যাবস্থায় ই উ এ ও অ।

৩য় এ স্বরের বর্ণে স্পিক্‌দিট্রুথ

৬ষ্ঠ রেস ৫।১০—অন্তরোদিত ই স্বরের কুমারাবস্থায় অ ই উ এ ও।

৩য় উ স্বরের বর্ণে পারফেক্টলেডি।

এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে উল্লিখিত ৫৪টি রেসের মধ্যে ২১শে ডিসেম্বরের ৪র্থ রেসে ২৪শে ডিসেম্বরের ৭ম রেসে এবং ২৮শে ডিসেম্বরের ২য় ও ৩য় রেসে ২য় বা ৩য় স্বরে না হইয়া ৪র্থ স্বরের বর্ণে অশ্ব জয়ী হইতেছে ইহার কারণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না অন্ততপক্ষে পক্ষ স্বর উদয় করিয়া পক্ষ তিথি এবং অন্তর স্বরের অবস্থা বিচার করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিচার ষোড়শ স্বর বিচারে দেখিয়া লইবেন।

অসমর্থ পক্ষে ৫৪টি রেসের মধ্যে এই ৪টি বাদ দিলে শতকরা ৯২ পারসেন্ট তিথি অবস্থার উদিত স্বরের ২য় বা ৩য় স্বরের অশ্ব হইতেছে। ইহার স্থূল নিয়ম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ স্থলে স্বরগণের স্বরজ বর্ণে এবং নামজ স্বর বর্ণে অশ্ব জয়লাভ করিবে তাহারও একটি স্থূল নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও স্বতঃসিদ্ধ নহে, অভিজ্ঞতাবশে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তিথি অবস্থায় উদিত স্বর তিথিস্বরে দুর্ব্বল হইলে প্রায় স্বরজবর্ণে এবং তিথিস্বরে বলবান হইলে প্রায় নামজবর্ণস্বরে অশ্ব জয়লাভ করে। ইহাও বিচার সাপেক্ষ।

শুভতিথি স্বর দেখিয়া ঘোড়দৌড় খেলায় গমন করিলে কেহ কখনই হারিয়া আসিবেন না। ইহাভিন্ন পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাৎকালিক চন্দ্রের বিষয় লিখিত হইল। যাঁহারা, তিথি এবং তাৎকালিক চন্দ্র দেখিয়া বলবান স্বর স্থির করিবেন তাঁহারা একটি রেসেও হারিবেন না। কিন্তু নিজের শুভাশুভ দিনের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন, এবং সকলে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, ঘোড়দৌড় খেলায় তিথিস্বরই একমাত্র প্রবল এবং প্রতীদ্বন্দ্বীহীন।

সপ্তম অধ্যায়।

তাৎকালিক চন্দ্র বিবরণ।

রাশিচক্রস্থ দ্বাদশ রাশিতে মেষ রাশির আদি অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭ দিনে চন্দ্র মেষাদি মীন পর্য্যন্ত দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন, অর্থাৎ প্রতি ২।০ দিনে চন্দ্র এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন; ইহাই চন্দ্রের স্বাভাবিক গতি। এই ২।০ দিনে চন্দ্র ২।০ নক্ষত্র ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করেন। প্রাচীন ঋষিগণ এই স্বরোদয় গণনায় চন্দ্রের অন্য এক প্রকার গতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য এই স্বরোদয় বা তাৎকালিক চন্দ্রের বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন, এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও শাস্ত্র মর্ম্ম অবগত হইতে পারি নাই; তবে তাৎকালিক চন্দ্র কাহাকে বলে এবং রেস খেলার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এই বিষয়ে পরীক্ষা দ্বারা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি।

অশ্বিন্যাদি ইন্দু ভুক্তানি ভানি ষষ্ঠিহতানি চ,
স্বভুক্তনাড়ীসংযুক্তং দ্বিঘ্নং নন্দ হৃতং ত্রিধা।
দিনেন্দু ভুক্তভাগদি জায়তে চেষ্টকালিকঃ ॥
উদয়াদিষ্ট নাড়্যস্তু ষড়্গুণা স্তত্র যোজয়েৎ।
ত্রিংশদ্ভাগাপ্তরাশ্যাদি শ্চন্দ্রতৎকালসম্ভবঃ ॥

অর্থাৎ ইষ্টকালে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়েক নক্ষত্র ভোগ করিয়া চন্দ্র বর্ত্তমান নক্ষত্র ভোগ করিতেছেন, সেই চন্দ্রভুক্ত নক্ষত্রগণকে ৬০ গুণ করিয়া তাহার সহিত ইষ্টকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নক্ষত্রের যত দণ্ড পলাদি ভোগ হইয়াছে যোগ করিয়া, তাহাকে ৯ দিয়া ত্রিধা অর্থাৎ তিন প্রকারে ভাগ করিতে হইবে। এই ত্রিধা অর্থে তিনবার নহে—তিন প্রকার অর্থাৎ দণ্ড, পল এবং অনুপলে ভাগ করিতে হইবে। ইহাই চন্দ্রের তাৎকালিক রাশিচক্রাংশ স্থিতি। ইহার সহিত, সেই দিবসের সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্টকাল পর্য্যন্ত দণ্ডাদিকে ৬ গুণ করিয়া যোগ করিয়া ৩০ দিয়া ভাগ করিলে চন্দ্রের তাৎকালিক দৈনিক অবস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি রাশিসংখ্যা দ্বাদশের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ দিয়া অবশিষ্টাংশকে ভুক্তরাশি এবং ভগ্নাংশে তৎপরবর্ত্তী রাশির ভুক্ত অংশাদি নির্ণয় করিবে। যথা

অ দিবসে মৃগশিরা নক্ষত্রের ত্রিশদণ্ড ভোগ হইয়াছে ; ইহার তাৎকালিক চন্দ্র :—

অশ্বিনী হইতে রোহিণী পর্য্যন্ত ৪ নক্ষত্র ভোগ করিয়া চন্দ্র ৫ম নক্ষত্রের ত্রিশ দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, অতএব ৪ × ৬০ + ৩০ = ২৭০; ২৭০ × ২ = ৫৪০

৫৪০ ÷ ৯ = ৬০ অর্থাৎ চন্দ্র তৎকালে তাহার স্বাভাবিক গতিবশে রাশির চক্রের ৬০ অংশ বা ডিগ্রি ভোগ করিয়া ৬১ অংশে পতিত হইলেন। অর্থাৎ মেষ ও বৃষ রাশি ভোগ

করিয়া মিথুনে পতিত হইলেন। সূর্য্যোদয় কাল হইতে মৃগশিরা নক্ষত্রের এই ত্রিশ দণ্ডের কাল—দণ্ড ২০।২৫ পল গ্রহণ করা গেল; অতএব

২০।২৫ × ৬ = ১২২।৩০

ইহার সহিত পূর্ব্বলব্ধ ৬০ অংশ যোগ করিলে

১২২।৩০ + ৬০ = ১৮২।৩০

১৮২।৩০ ÷ ৩০ = ৬।২।৩০

অর্থাৎ ইষ্টকালে চন্দ্র মেষ হইতে ৬ রাশি গমন করিয়া ৭ম অর্থাৎ তুলা রাশির তৃতীয় অংশে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার স্বাভাবিক গতির স্থিতিস্থান মিথুন রাশির আদি হইতে ৪ রাশি অতিক্রম করিয়া পঞ্চম রাশির তৃতীয় অংশে গমন করিয়াছেন। *

স্বরোদয় শাস্ত্রমতে যে তাৎকালিক চন্দ্রের কথা বলা হইল, তাহাতে ভুক্ত নক্ষত্রাংশ গণনা নির্ভুল হইলেও ভোগ্য নক্ষত্রের অংশ প্রকৃত হয় না; কারণ, শাস্ত্রকারগণে নক্ষত্র পরিমাণ ৬০ দণ্ড অবলম্বন করিয়া এই নিয়ম বিধান করিয়া গিয়াছেন। তথাপিও এই গণনায় প্রকৃত চন্দ্রস্থানের কয়েক মিনিট মাত্র তফাৎ হয়।

এই জন্য তাৎকালিক চন্দ্র-গণনাভিলাষী ব্যক্তিগণ নক্ষত্র মান হইতে ত্রৈরাশিকে ভোগ্য নক্ষত্রের চন্দ্র-স্থান অবগত হইবেন;

জ্যোতির্বিদ্‌শাস্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, তাৎ-

কালিক চন্দ্র-বলে কোন্ স্বর বলবান হইবে, অবগত হওয়া যায় না; সে সকল বিচার প্রদর্শন করিলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের সুবিধা হইলেও অধিকাংশ লোকের পক্ষে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে বলিয়া সে বিচার পরিত্যক্ত হইল। যাঁহাদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহারা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কেবলমাত্র চন্দ্র বিচার করিলে সাধারণে প্রকৃত বলবান স্বর অবগত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু শাস্ত্রে লিখিত আছে—"চন্দ্রবৎ সর্ব্বাখেটান্ কুর্য্যাত্তৎকালসম্ভবান্" অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগ্রহেরও তৎকাল-স্থিতি নির্ণয় করিতে হইবে। সাধারণের পক্ষে তাহা নিতান্তই অসম্ভব। একটি উদাহরণ দেখাইয়া আমাদিগের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছি।

আমাদিগের প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে ২য় উদাহরণ অর্থাৎ ইং ১৯১৯ অব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে চন্দ্র ১ম, ২য় এবং ৩য় রেসের সময় পর্য্যন্ত কর্কট রাশিতে এবং ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ রেসের সময়ে সিংহ রাশিতে ছিলেন, অর্থাৎ উক্ত দিবস চন্দ্র বেলা ৪।৩ মিনিটে সিংহরাশিতে গমন করিয়া ছিলেন। আমাদিগের উল্লিখিত নিয়মানুসারে তাৎকালিক চন্দ্র করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল—১ম, ২য়, ৩য় এবং চতুর্থ রেসের সময় পর্য্যন্ত চন্দ্র তাৎকালিক গতিবশে ধনু রাশিতে ছিলেন এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ রেসের সময়ে মকর রাশিতে গমন করিয়াছিলেন।

ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির অধিপতি উ-স্বর; এই উ-স্বর তাৎকালিক চন্দ্রবলে বলবান হওয়ায় ১ম রেসে তাহার নামজ বর্ণস্বর অ ৩, স্বরে কার্লোজ ২য় রেসে, উ-স্বরের স্বরবর্ণে পয়েগন্‌ট্যান্ট, ৩য় রেসে উ-স্বরের নামজ বর্ণস্বর অ ৩ স্বরে ছান্‌গ্রীব্ জয়লাভ করিল; কিন্তু ৪র্থ রেসে উ-স্বরের নামজ বর্ণস্বর এ ৫ স্বরে ফেয়ারী ড্রিম জয়লাভ করিল; এবং তৎপরের দুইটি রেসে চন্দ্র মকররাশিতে গমন করিলে ৫ম রেসে ওকার স্বরের নামজ বর্ণস্বর উ ৩ স্বরের বর্ণে কোন অশ্ব না থাকায় এ ২ স্বরে থান্‌ডার জয়ী হইল এবং ৬ষ্ঠ রেসে উকার বা ওকার স্বরের বর্ণে কোন অশ্ব ছিল না; এবং এ ২স্বরের ফুগল্লেডি জয়লাভ করিতে পারিল না; তাহার কারণ, মকররাশির চন্দ্রবল তৎকালে রবি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল বিচার অত্যন্ত কঠিন, তবে তাৎকালিক চন্দ্রের বিষয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে রাশিতে তাৎকালিক চন্দ্র অবস্থান করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই রাশিস্বরই বলবান হয়। তাৎকালিক চন্দ্র তিথিস্বর বিচারেও সহায়তা করে। যিনি কালজ অষ্টস্বর এবং তাৎকালিক চন্দ্ররাশিস্বর বিচার করিয়া গণনা করিবেন, তিনি সর্ব্বস্থলেই জয়ী অশ্ব বাহির করিতে পারিবেন। কিন্তু আপনার দিনচর্য্যার কথা বিস্মৃত হইবেন না। বৃদ্ধ, মৃত কিংবা আপনার বালকস্বরের প্রথমার্দ্ধে কখনই ভাগ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না; প্রবৃত্ত হইলে পরাজয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

সকলেই বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবেন, শাস্ত্রানুশাসন বাক্য পালন করিয়া কাহাকেও একটিমাত্র গণনা করিতে বলিতেছি না। এবং শনি ও মঙ্গলবারে স্বরশাস্ত্র আলোচনা করিতেও নিষেধ করিতেছি না; কেবলমাত্র, আপনারা নিজের শুভাশুভ দিনের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন; কারণ, যদি আপনার বৃদ্ধ, মৃত্যু বা বালকস্বর উদয়ের দিনে—বালক স্বরের প্রথমার্দ্ধ একান্ত পরিবর্জ্জনীয়—ভাগ্যদেবীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, আপনি কখনই শুভফল আশা করিবেন না। কিন্তু যে দিনে আপনার কুমার বা তরুণ স্বর উদয় হইবে, আপনি সে দিনে—ভাগ্যদেবী আপনার প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইলেও—তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ধৃত কবিয়া লইয়া আসিতে পারিবেন। অশুভ তিথিস্বর সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অবশ্য পরিহার্য্য।

শেষ কথা

বাঙ্গালা পঞ্জিকার মধ্যে একমাত্র বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাই ঘোড়দৌড় খেলায় ব্যবহার করিবেন, অন্য পঞ্জিকা ব্যবহার করিবেন না। কারণ, সে সকল পঞ্জিকার স্ফুটাদি সন্দেহ-জনক; তবে নাবিক পঞ্জিকা ব্যবহার করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। এই পুস্তকের গণনাদি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অবলম্বনে গণিত। সর্ব্বশেষে নিবেদন, পুস্তক ভ্রম-প্রমাদ-বিহীন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে; কিন্তু To err is human সুতরাং যদি কেহ কোনরূপ ভ্রম দেখিতে পান, প্রকাশকের নিকট লিখিয়া পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়